CALCUTTA
Aroonoday Ghose, Printer, Vidya Ratna Press.
285 Upper Chitpore Road.

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

ভক্তপ্রসাদ বাবু।

পঞ্চানন বাচস্পতি।

আনন্দ বাবু।

গদাধর।

হানিফগাজি।
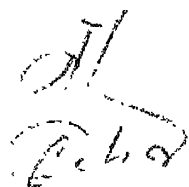
রাম।

পুঁটি।

ফতেমা (হানিফের পত্নী।)

ভগী।

পঞ্চী।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণজনগণকে এতদ্দ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে, মৃত মহাত্মা মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত পুস্তকসমুদয়ের গ্রন্থস্বত্ব আমি ক্রয় করিয়াছি। এক্ষণে ঐ সকল পুস্তক আমার এবং আমার উত্তরাধিকারীগণের স্বত্ব হইয়াছে; অতএব যিনি এতৎপুস্তক সমুদয় বিনানুমতিতে মুদ্রিত কি প্রকাশিত করিবেন। তিনি গ্রন্থস্বত্বের আইনানুসারে দণ্ডার্হ হইবেন।

কলিকাতা।
ই, [illegible] সন ১২৮১ সাল।

শ্রীরাজকিশোর দে।

বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ।

প্রথমাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পুষ্করিণী তটে বাদামতলা।

গদাধর এবং হানিফ্ গাজীর প্রবেশ

হানি। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) এবার যে পিরির দরগায় কত ছিন্নি দিছি তা আর বল্‌বো কি। তা ভাই কিছুতেই কিছু হয়ে উঠ্‌লো না। দশ ছালা ধানও বাড়ী আন্‌তি পাল্‌লাম না—খোদা তালার মর্জ্জি!

গদা। বিষ্টি না হল্যে কি কখন ধান হয় রে? তা দেখ্ এখন কত্তাবাবু কি করেন।

হানি। আর কি কর্‌বেন? উনি কি আর খাজনা ছাড়্‌বেন?

গদা। তবে তুই কি কর্‌বি?

হানি। আর মোর্ মাথা করবো? এখনে মলিই বাঁচি। এবার যদি লাঙ্গলখান্ আর গরু ডুটো যায় তা হলি তো আমিও গেলাম্। হা আল্লা! বাপ্ দাদার ভিটেটাও কি আখেরে ছাড়্‌তি হলো!

গদা। এই যে কত্তাবাবু এদিকে আস্‌চেন। তা আমিও তোর হয়ে তুই এক কথা বল্‌তে কসুর করব্যো না। দেখ্ কি হয়!

(ভক্তবাবুর প্রবেশ।)

হানি। কত্তাবাবু, সালাম করি!

ভক্ত। (বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া) হ্যাঁরে হান্‌ফে, তুই বেটা তো ভারি বজ্জাত্‌। তুই খাজনা দিস্‌নে কেন রে, বল তো?
(মালা জপন।)

হানি। আগ্যে কত্তা, এবারহার ফসলের হাল আপনি তো সব ওয়াকিফ্‌ হয়েছেন।

ভক্ত। তোদের ফসল হৌক আর না হৌক তাতে আমার কি বয়ে গেল?

হানি। আগ্যে, আপনি হচ্যেন্‌ কত্তা—

ভক্ত। মর্‌ বেটা, কোম্পানীর সরকার তো আমাকে ছাড়বে না। তা এখন বল্‌—খাজনা দিবি কি না।

হানি। কত্তাবাবু, বন্দা অনেক কাল্যে রাইওৎ, এখনে আপনি আমার উপর মেহেরবানি না কল্যি আমি আর যাবো কনে। আমি এখনে বারোটি গোণ্ডা পয়সা ছাড়া আর এক কড়াও দিতি পারি না।

ভক্ত। তুই বেটা তো কম্‌ বজ্জাত্‌ নস্‌ রে। তোর ঠেঁয়ে এগারো সিকে পাওয়া যাবে, তুই এখন্‌ তাতে কেবল তিন সিকে দিতে চাস্‌। গদা——————

গদা। আজ্ঞেএএএ

ভক্ত। এ পাজি বেটাকে ধরে নে যেয়ে জমাদারের জিম্মে করে দে আয় তো।

গদা। যে আজ্ঞে (হানিফের প্রতি) চল্‌ রে।

হানি। কত্তাবাবু, আমি বড় কাঙগাল রাইওৎ! আপনার খায়্যে পরেই মানুষ হইছি, এখনে আর যাবো কনে?

ভক্ত। নে যা না—আবার দাঁড়াস্ কেন ?

গদা। চল্ না।

হানি। দোয়াই কত্তার, দোয়াই জমীদারের। (গদার প্রতি জনান্তিকে) তুই ভাই আমার হয়ে দুএটা কথা বল্ না কেন ?

গদা। আচ্ছা। তবে তুই একটু সরে দাঁড়া। (ভক্তের প্রতি জনান্তিকে) কত্তাবাবু—

ভক্ত। কি রে—

গদা। আপনি হান্‌ফেকে এবারকার মতন্ মাফ্ করুন্।

ভক্ত। কেন ?

গদা। ও বেটা এবার যে ছুঁড়ীকে নিকে করেছে তাকে কি আপনি দেখেছেন ?

ভক্ত। না।

গদা। মশায়, তার রূপের কথা আর কি বল্‌বো! বয়েস বছর উনিশ, এখনও ছেলে পিলে হয় নি, আর রঙ যেন কাঁচা সোণা।

ভক্ত। (মালা শীঘ্র জপিতে জপিতে) আঁ্যা, আঁ্যা, বলিস্ কিরে ?

গদা। আজ্ঞে, আপনার কাছে কি আর মিথ্যে বল্‌চি ? আপনি তাকে দেখতে চান্ তো বলুন।

ভক্ত। (চিন্তা করিয়া) মুসলমান মাগীদের মুখ দিয়ে যে প্যাঁজের গন্ধ ভক্‌ভক্ করে বেরোয় তা মনে হল্যে বমি এসে।

গদা। কত্তাবাবু, সে তেমন নয়।

ভক্ত। (চিন্তা করিয়া) মুসলমান! যবন! ম্লেচ্ছ! পরকালটাও কি নষ্ট করবো ?

গদা। মশায়, মুসলমান হলো তো বয়ে গেল কি ? আপনি না আমাকে কতবার বলেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে গোয়ালাদের মেয়েদের নিয়ে কেলি কত্তোন!

ভক্ত। দীনবন্ধো, তুমিই যা কর। হাঁ, স্ত্রীলোক—তাদের আবার জাত কি? তারা তো সাক্ষাৎ প্রকৃতিস্বরূপা, এমন তো আমাদের শাস্ত্রেও প্রমাণ পাওয়া যাচ্চে;—বড় সুন্দরী বটে, অ্যাঁ? আচ্ছা ডাক, হান্‌ফকে ডাক।

গদা। ও হানিফ্ এ দিকে আয়।

হানি। অ্যাঁ, কি?

ভক্ত। ভাল, আমি যদি আজ তিন সিকে নিয়ে তোকে ছেড়ে দি, তবে তুই বাদ্‌বাকি টাকা কবে দিবি বল্ দেখি?

হানি। কত্তামশায়, আল্লাতালা চায় তো মাস দ্যাড়েকের বিচেই দিতি পারবো।

ভক্ত। আচ্ছা, তবে পয়সা গুলো দেওয়ান্‌জীকে দে গে।

হানি। (সহর্ষে) ষ্যাগ্যে কত্তা, (স্বগত) বাঁচ্‌লাম! বারো গোণ্ডা পয়সা তো গাঁটি আছে, আর আট সিকে কাছায় বান্ধ্যে আনেছি, যদি বড় পেড়াপিড়ি কত্তো তা হলি সব দিয়ে ফ্যাল-তাম্। (প্রকাশে) সালাম কর্ত্তা

[।

ভক্ত। ওরে গদা——

গদা। আজ্ঞেএএএ।

ভক্ত। এ ছুঁড়িকে তো হাত্ কত্যে পারবি?

গদা। আজ্ঞে, তার ভাবনা কি? গোটা কুড়িক্ টাকা খরচ কল্যে——

ভক্ত। কু-ড়ি টা-কা! বলিস্ কি?

গদা। আজ্ঞে এর কম্ হবে না, বরঞ্চ জেয়াদা লাগলেও লাগদে পারে, হাজারো হোক ছুঁড়ি বউমানুষ কি না।

ভক্ত। আচ্ছা, আমি যখন বৈটকখানায় যাবো তখন আসিস্, টাকা দেওয়া যাবে।

গদা। যে আজ্ঞে।

ভক্ত। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও কে? বাচস্পতি না?

(বাচস্পতির প্রবেশ।)

কেও? বাচস্পতি দাদা যে! প্রণাম। এ কি?

বাচ। আর দুঃখের কথা কি বলবো, এত দিনের পর মা ঠাকুরুণের পরলোক হয়েছে! (রোদন।)

ভক্ত। বল কি? তা এ কবে হলো?

বাচ। অদ্য চতুর্থ দিবস।

ভক্ত। হয়েছিল কি?

বাচ। এমন কিছু নয়, তবে কি না বড় প্রাচীন হয়েছিলেন।

ভক্ত। প্রভো, তোমারই ইচ্ছা! এ বিষয়ে ভাই আক্ষেপ করা বৃথা।

বাচ। তা সত্য বটে, তবে এক্ষণে আমি এদায় হতে যাতে মুক্ত হই তা আপনাকে কত্তে্য হবে। যে কিঞ্চিৎ ব্রহ্মত্র ভূমি ছিল, তা তো আপনার বাগানের মধ্যে পড়াতে বাজেয়াপ্ত হয়ে গিয়েছে।

ভক্ত। আরে, যা হয়ে বয়ে গিয়েছে সে কথা আর কেন?

বাচ। না, সে তো গিয়েইছে—"গতস্য শোচনা নাস্তি"—সে তো এমনেও নেই, অমনেও নেই, তবে কি না আপনার অনেক ভরসা করে থাকি, তা, যাতে এ দায় হতে উদ্ধার হতে পারি, তা আপনাকে অবশ্যই কর্‌তে হবে।

ভক্ত। আমার ভাই এ নিতান্ত কুসময়, অতি অল্প দিনের মধ্যেই প্রায় বিশ হাজার টাকা খাজনা দাখিল কত্তে্য হবে।

বাচ। আপনার এ রাজসংসার। মা কমলার কৃপায় আপনার

অপ্রতুল কিসের? কিঞ্চিৎ কটাক্ষ কল্যে আমার মত সহস্র লোক কত দায় হতে উদ্ধার হয়।

ভক্ত। আমি যে এ সময়ে ভাই তোমার কিছু উপকার করে উঠি, এমন তো আমার কোন মতেই বোধ হয় না। তা তুমি ভাই অন্যত্তরে চেষ্টা কর। দেখি, এর পরে যদি কিছু কত্তে পারি।

বাচ। বাবুজী, আপনি হচ্চেন ভূস্বামী, রাজা; আপনার সম্মুখে তো আর অধিক কিছু বলা যায় না, তা আপনার যা বিবেচনা হয় তাই করুন্। (দীর্ঘনিশ্বাস) এক্ষণে আমি তবে বিদায় হল্যেম।

ভক্ত। প্রণাম।

[বাচস্পতির প্রস্থান।]

আঃ, এই বেটারাই আমাকে দেখছি ডুবুলে। কেবল দাও! দাও! দাও! বই আর কথা নাই। ওরে গদা—

গদা। আজ্ঞেএএ

ভক্ত। ছুঁড়ি দেখতে খুব ভাল তো রে।

গদা। কত্তামশায়, আপনার সেই ইচ্ছেকে মনে পড়ে তো।

ভক্ত। কোন্ ইচ্ছে?

গদা। আজ্ঞে, ঐ যে ভট্টাচাজ্জিদের মেয়ে আপনি যাকে——(অর্দ্ধোক্তি)—তার পরে যে বেরিয়ে গিয়ে কসবায় ছিল।

ভক্ত। হাঁ! হাঁ! ছুঁড়িটে দেখ্‌তে ছিল ভাল বটে (দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) রাধেকৃষ্ণ! প্রভো তুমিই সত্য। তা সে ইচ্ছের এখন কি হয়েছে রে?

গদা। আজ্ঞে সে এখন বাজারে হয়ে পড়েছে। হানিফের মাগ তার চাইতেও দেখ্‌তে ভাল।

ভক্ত। বলিস্ কি! অ্যাঁ? আজ রাত্রে ঠিক ঠাক্ কত্তে পার্‌বি তো?

গদা। আজ্ঞে, আজ না হয় কাল পরশুর মধ্যে করে দেব।

ভক্ত। দেখ্, টাকার ভয় করিস্ না। যত খরচ লাগে আমি দেব।

গদা। যে আজ্ঞে। (স্বগত) কত্তাটি এমনি খেপে উঠলিই তো আমরা বাঁচি,—গো-মড়কেই মুচির পার্ব্বণ।

ভক্ত। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও—কে ও রে?

গদা। আজ্ঞে, ও ভগী আর তার মেয়ে পাঁচি। জল আন্‌তে আস্‌চে।

ভক্ত। কোন ভগী রে?

গদা। আজ্ঞে পীতেম্বরে তেলীর মাগ।

ভক্ত। ঐ কি পীতম্বরের মেয়ে পঞ্চী? এ যে গোবরে পদ্ম-ফুল ফুটেছে।

গদা। আজ্ঞে, ও আজ দুদিন হলো শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছে।

ভক্ত। (স্বগত) "মেদিনী হইল মাটী নিতম্ব দেখিয়া। অদ্যাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া"॥ আহা! "কুচ হৈতে কত উচ্চ মেরুচূড়া ধরে। শীহরে কদম্বফুল দাড়িম্ব বিদরে॥"

গদা। (স্বগত) আবার ভাব্ লাগ্‌লো দেখচি। বুড়ো হলে লোভাত্তি হয়; কোন ভাল মন্দ জিনিস্ সাম্‌নে দিয়ে গেলে আর রক্ষে থাকে না।

ভক্ত। ওরে গদা—

গদা। আজ্ঞেএএ।

ভক্ত। এ দিকে কিছু কত্তে টত্তে পারিস্?

গদা। আজ্ঞে, ও বড় সহজ কথা নয়। ওর বড়মানুষের ঘরে বিয়ে হয়েছে শুনেছি।

(কলসী লইয়া ভগী এবং পঞ্চীর প্রবেশ।)

ভক্ত। ওগো বড়বউ, ও মেয়েটি কে গা?

ভগী। সে কি কত্তাবাবু? আপনি আমার পাঁচিকে চিন্‌তে পারেন না?

ভক্ত। এই কি তোমার সেই পাঁচি? আহা ভাল ভাল, মেয়েটি বেঁচে থাকুক্। তা এর বিয়ে হয়েছে কোথায়?

ভগী। আজ্ঞে খানাকুল কৃষ্ণনগরে পালেদের বাড়ী।

ভক্ত। হাঁ, হাঁ, তারা খুব বড়মানুষ বটে। তা জামাইটি কেমন গা?

ভগী। (সগর্ব্বে) আজ্ঞে, জামাইটী দেখ্‌তে বড় ভাল। আর কলকেতায় থেকে লেখা পড়া শেখে। শুনেছি যে লাট সাহেব তারে নাকি বড় ভাল বাসেন্, আর বছর বছর এক এক খানা বই দিয়ে থাকেন।

ভক্ত। তবে জামাইটি কলকেতাতেই থাকে বটে?

ভগী। আজ্ঞে হাঁ। মেয়েটিকে যে এবার মশায় কত করে এনেছি তার আর কি বলবো। বড়ঘরে মেয়ে দিলে এই দশাই ঘটে।

ভক্ত। হাঁ, তা সত্য বটে। (স্বগত) ছুঁড়ির নবযৌবন-কাল উপস্থিত, তাতে আবার স্বামী থাকে বিদেশে। এতেও যদি কিছু না কত্যে পারি তবে আর কিসে পারবো। (প্রকাশে) ও পাঁচি, একবার নিকটে আয়তো তোকে ভাল করে দেখি। সেই তোকে ছোটটি দেখেছিলেম, এখন তুই আবার ডাগর ডোগরটি হয়ে উঠেছিস।

ভগী। যা না মা, ভয় কি? কত্তাবাবুকে গিয়ে দণ্ডবৎ কর, বাবু তোর জেঠা হন্।

পঞ্চী। (অগ্রসর হইয়া প্রণাম করিয়া স্বগত) ওমা! এ বুড়ো মিন্‌সেতো কম নয়গা। একি আমাকে খেয়ে ফেল্‌তে চায় না কি? ওমা, ছি! ও কি গো? এ যে কেবল আমার বুকের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে? মর।

ভক্ত। (স্বগত) "শীহরে কদম্ব ফুল দাড়িম্ব বিদরে।" আহাহা!

ভগী। আপনি কি বল্‌ছেন্?

ভক্ত। না। এমন্ কিছু নয়। বলি মেয়েটি এখানে কদ্দিন থাক্‌বে।

ভগী। ওর এখানে এক মাস থাকবার কথা আছে।

ভক্ত। (স্বগত) তা হলেই হয়েছে। ধনঞ্জয় অষ্টাদশ দিনে একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সমরে বধ করেন্,—আমি কি আর এক মাসে একটা তেলীরমেয়েকে বশ কত্তে পারবো না? (প্রকাশে) কৃষ্ণ হে তোমার ইচ্ছে।

ভগী। কৰ্ত্তাবাবু। আপনি কি বল্‌ছেন?

ভক্ত। বলি, পীতাম্বর ভায়া আজ কোথায়?

ভগী। সে নুণের জন্যে কেশবপুরের হাটে গেছে।

ভক্ত। আসবে কবে?

ভগী। আজ্ঞে চার পাঁচ দিনের মধ্যে আস্‌বে বলে গেছে। কর্ত্তাবাবু, এখন আমরা তবে ঘাটে জল আন্‌তে যাই।

ভক্ত। হাঁ, এসো গে।

ভগী। আয়, মা, আয়।

[ভগী এবং পঞ্চীর প্রস্থান।

ভক্ত। (স্বগত) পীতেম্বরে না আসতেং এ কর্ম্মটা সার্‌তে পার্‌লে হয়। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) আহা! ছুঁড়ি কি সুন্দরী। কবিরা যে নবযৌবনা স্ত্রীলোককে মরাল-গামিনী বলে বর্ণনা করেন সে কিছু মিথ্যা নয়। (প্রকাশে) ও গদা—

গদা। আজ্ঞে। (স্বগত) এই আবার সাল্যে দেখ্‌চি।

ভক্ত। কাছে আয় না। দেখ্, এ বিষয়ে কিছু কত্তে পারিস্?

গদা। কর্ত্তামশায়! এ আমার কর্ম্ম নয়। তবে যদি আমার পিসী পারে তা বলতে পারিনে।

ভক্ত। তবে যা, দৌড়ে গিয়ে তোর পিসীকে এসব কথা বলগে। আর দেখ্, এতে যত টাকা লাগে আমি দেবো।

গদা। যে আজ্ঞে, তবে আমি যাই। (গমন করিতে২) কর্ত্তা আজকে কল্পতরু, তা দেখি গদার কপালে কি ফলে।

[প্রস্থান।

ভক্ত। (স্বগত) প্রভো, তোমারই ইচ্ছা। আহা, ছুঁড়ির কি চমৎকার রূপ গা, আর একটু ছেনালিও আছে। তা দেখি কি হয়।

(চাকরের গাড়ু গামছা লইয়া প্রবেশ।)

এখন যাই, সন্ধ্যা আহ্নিকের সময় উপস্থিত হলো। (গাত্রোত্থান করিয়া) দীনবন্ধো! তুমি যা কর। আঃ, এ ছুঁড়িকে যদি হাত কত্তে পারি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

হানিফ্‌গাজীর নিকেতন সম্মুখে।

(হানিফ্ এবং ফতেমার প্রবেশ।)

হানি। বলিস্ কি? পঞ্চাশ টাকা?

ফতে। মুই কি আর ঝুট কথা বলছি।

হানি। (সরোষে) এমন গরুখোর হারামজাদা কি হেঁদুদের বিচে আর দুস্রা আছে? শালা রাইওৎ বেচারিগো জানে মারে,

ভাগোর সব লুটে লিয়ে, ভার পর এই করে। আচ্ছা দেখি, এ কুম্পানির মুলুকে এনছাফ আছে কি না। বেটা কাফেরকে আমি গোরু খাওয়ায়ে তবে ছাড়বো। বেটার বড় মক্‌দুর। আমি গরিব হলাম বল্যে বয়ে গেলো কি? আমার বাপ দাদা নওয়াবের সরকারে চাকুরী করেছে, আর মোর বুন্, কখনো বারয়ে গিয়ে তো কশবগিরি করে নি। শালা——

ফতে। আরে মিছে গোসা কর কেন? ঐ দেখ, যে কুটনী মাগীকে মোর কাছে পেটয়েছ্যাল, সে ফের এই দিগে আস্‌ভেচে

হানি। গস্তানীর মাথাটা ভাঙ্‌তি পাত্তাম, তা হলি গা টা ঠাণ্ডা হতো।

ফতে। চল, মোরা একটু তফাতে দাঁড়াই, দেখি মাগী আস্তে কি করে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(পুঁটির প্রবেশ।)

পুঁটি। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া স্বগত) থু, থু! পাতি নেড়ে বেটাদের বাড়ীতেও আস্‌তে গা বমি বমি করে। থু, থু! কুক্কুড়র পাখা, প্যাঁজের খোষা। থু, থু। তা করি কি? ভক্তবাবু কি এ কম্মে কখনও ক্ষান্ত হবে। এত যে বুড়, তবু আজো যেন রস উতলে পড়ে। আজ্ না হবে তো ত্রিশ বচ্ছর ওর কম্ম কচ্ছি, এতে যে কত কুলের ঝি বউ, কত রাঁড়, কত মেয়ের পরকাল খেয়েছি তার কিছু ঠিকানা নাই। (সহাস্য বদনে) বাবু এদিকে আবার পরম বৈষ্ণব, মালা ঠকঠকিয়ে বেড়ান্—কি সোমবারে হবিষ্যি করেন—আ মরি, কি নিষ্ঠে গা! (চিন্তা করিয়া) সে যাক মেনে, দেখি এখন এ মাগীকে পারি কি না। পীতেম্বরে তেলীর মেয়েকে এসব কথা বলতে ভয় পায়। সে তো আর দুঃখী কাঙ্গালের বউ নয় যে দুই চার টাকা দেখলে নেচে উঠবে। আর

ভক্তবাবুর যদি যুবকাল থাক্‌তো তা হলেও ক্ষতি ছিলো না। ছুঁড়ি যদি নারাজ হয়ে রাগ্‌তো তা হল্যে নয় কথাটা ঠাট্টা করেই উড়িয়ে দিতেম। তা দেখি, এখানে কি হয়। (উচ্চৈঃস্বরে) ও ফতি! তুই বাড়ী আচিস্‌?

নেপথ্যে। ও কে ও?

পুঁটি। আমি, একবার বেরো তো।

(ফতেমার প্রবেশ।)

ফতে। পুঁটি দিদি যে, কি খবর?

পুঁটি। হানিফ কোথায়?

ফতে। সে ক্ষেতে লাঙ্গল দিতি গেছে।

পুঁটি। (স্বগত) আপদ্‌ গেছে। মিন্‌সে যেন যমের দূত (প্রকাশে) ও ফতি তুই এখন বলিস কি ভাই?

ফতে। কি বলবো?

পুঁটি। আর কি বলবি? সোণার খাবি, সোণার পরবি, না এখানে বাঁদি হয়ে থাকবি?

ফতে। তা ভাই যার যেমন নসিব। তুই মোকে জওয়ান খসম্‌ ছেড়ে একটা বুড়র কাছে যাতি বলিস্‌, তা সে বুড় মলি ভাই আমার কি হবে?

পুঁটি। আঃ! ও সব কপালের কথা, ও সব কথা ভাবতে গেলে কি কাজ চলে? এই দেখ্‌ [illegible] এনেছি। যদি এ কর্ম্ম করিস্‌ তো বল, টাকা—দি; আর না করিস্‌ তো তাও বল, আমি চললেম।

ফতে। দাঁড়া ভাই, একটু সবুর কর না কেন।

পুঁটি। তুই যদি ভাই আমার কথা শুনিস তবে তোর আর দেরি করে কাজ নাই।

ফতে। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা ভাই, দে, টাকা দে।

পুঁটি। দেখিস্ ভাই, শেষে যেন গোল না হয়।

ফতে। তার জন্যে ভয় কি? আমি সাঁজের বেলা তোদের বাড়ীতে যাব এখন্। দে, টাকা দে। তা ভাই, একথা তো কেউ মালুম্ কত্তি পারবে না?

পুঁটি। কি সর্ব্বনাশ! তাও কি হয়। আর একথা লোকে টের পেলে আমাদের যত লাজ তোর তো আর তত নয়। আমরা হল্যেম হিঁদু, তুই হলি নেড়েদের মেয়ে, তোদের তো আর কুল মান নাই, তোরা রাঁড় হল্যে আবার বিয়ে করিস্।

ফতে। (সহাস্য বদনে) মোরা রাঁড় হল্যি নিকা করি, তোরা ভাই কি করিস্ বল্ দেখি। সে যাহোক মেনে, এখন দে, টাকা দে।

পুঁটি। এই নে।

ফতে। (টাকা গণনা করিয়া) এ যে কেবল এক কম্ পাঁচ গণ্ডা টাকা হলো।

পুঁটি। ছ টাকা ভাই আমার দস্তুরী।

ফতে। না, না, তা হবে না, তুই ভাই দু টাকা নে।

পুঁটি। না ভাই, আমাকে না হয় চারটে টাকা দে।

ফতে। আচ্ছা, তবে তুই বাকি দুটো টাকা ফিরিয়ে দে।

পুঁটি। এই নে—আর দেখ, তুই সাঁজের বেলা ঐ জাঁব-বাগানে যাস্, তার পরে আমি এসে তোকে নে যাবো।

ফতে। আচ্ছা, তুই তবে এখন যা।

পুঁটি। দেখ্ ভাই, এ কম্ মানুষের টাকা নয়, এ টাকা বজ্জাতি করে হজম্ করা তোর আমার কর্ম্ম নয়, তা এখন আমি চল্লেম্।

[প্রস্থান।

(হানিফের পুনঃপ্রবেশ।)

হানি। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সরোষে) হারাম-

জাদীর মাথাটা ভাঙ্গি, তা হলি্যে গা জুড়য়। হা আল্লা, এ কাফের শালা কি মুসল্‌মানের ইজ্জৎ মাত্যি চায়। দেখিস্ ফতি, যা কয়ে দিছি যেন ইয়াদ থাকে, আর তুই সমুঝে চলিস্; বেটা বড় কাফের, যেন গায়টায় হাত্ না দিতি পায়।

ফতে। তার জন্যি কিছু ভাবতি হবে না। ঐ দেখ, এদিকে কেটা আস্‌ভেচে, আমি পালাই।

[প্রস্থান।

(বাচস্পতির প্রবেশ।)

বাচ। (স্বগত) অনেক কাষ্ঠের দেখছি আবশ্যক হবে, তা ঐ প্রাচীন তেতুল গাছটাই কাটা যাউক না কেন? আহা! বাল্যাবস্থায় যে ঐ বৃক্ষমুলে কত ক্রীড়া করেছি তা স্মরণপথারূঢ় হল্যে মন্‌টা চঞ্চল হয়। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) দূর হোক্, ও সব কথা আর এখন ভাবলে কি হবে। (উচ্চৈস্বরে) ও হানিফ্‌-

হানি। আগ্যে, কি বল্‌চো?

বাচ। ওরে দেখ্, একটা তেতুলগাছ কাট্‌তে হবে, তা তুই পারবি?

হানি। পারবো না কেন?

বাচ। তবে তোর কুড়ালি খান নে আমার সঙ্গে আয়।

হানি। ঠাকুর, কত্তাবাবু এই ছরাদের জন্যি তোমাকে কি দেছে গা?

বাচ। আরে ওকথা আর কেন জিজ্ঞাসা করিস্? যে বিঘে কুড়িক ব্রহ্মত্র ছিল তা তো তিনি কেড়ে নিয়েছেন, আর এই দায়ের সময় গিয়ে জানালেম, তা তিনি বল্যেন্ যে এখন আমার বড় কুসময়, আমি কিছু দিতে পার্ব্যো না; তার পরে কত করে বল্যে কয়ে পাঁচটি টাকা বার্ করেচি। (দীর্ঘনিশ্বাস) সকলি কপালে করে!

হানি। (চিন্তা করিয়া) ঠাকুর, একবার এদিকে আসো তো, তোমার সাতে মোর থোড়া বাৎ চিত আছে।

বাচ। কি বাৎ চিত্, এখানেই বল্‌না কেন?

হানি। আগ্যে না, একবার ঐ দিকে যাত্তি হবে।

বাচ। তবে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

(ফতেমার এবং পুঁটির পুনঃ প্রবেশ।)

পুঁটি। না ভাই, ও জাঁব বাগানে হলো না।

ফতে। তবে তুই ভাই মোকে কোথায় নিয়ে যেতে চাস্ তা বল?

পুঁটি। দেখ ঐ যে পুখুরের ধারে ভাঙ্গা শিবের মন্দির আছে, সেইখানে তোকে যেতে হবে, তা তুই রাত্ চারঘড়ীর সময় ঐ গাছতলায় দাঁড়াস্, তার পরে আমি এসে যা কত্তে হয় করে কম্মে দেবো।

ফতে। আচ্ছা, তবে তুই যা, দেখিস্ ভাই এ কথা যেন কেউ টের টোর না পায়।

পুঁটি। ওলো, তুই কি কায়েত্ না বামণের মেয়ে যে তোর এতো ভয় লো?

ফতে। আমি যা হই ভাই, আমার আদ্‌মি একথা টের পালিয্য আমাগো ডুজনকেই গলা টিপে মেরে ফেলাবে।

পুঁটি। (সত্রাসে) সে সত্তি কথা। উঃ! বেটা যেন ঠিক্ যমদূত। তবে আমি এখন যাই।

[প্রস্থান।

ফতে। (স্বগত) দেখি, আজ রাত্তির বেলা কি তামাশা হয়; এখন যাই, খানা পাকাই গে।

[প্রস্থান।

(বাচস্পতি এবং হানিফের পুনঃপ্রবেশ।)

বাচ। শিব! শিব! এ বয়েসেও এতো? আর তাতে আবার যবনী! রাম বলো! কলিদেব এত দিনেই যথার্থরূপে এ ভারত-ভূমিতে আবির্ভূত হলেন্। হানিফ্, দেখ্, যে কথা বল্যেম্ তাতে যেন খুব্ সতর্ক থাকিস্। এতে দেখ্ছি আমাদের উভয়েরই উপকার হত্যে পারবে।

হানি। ঘ্যাগ্যে, তার জন্যি ভাবতি হবে না।

বাচ। এখন্ চল্। তোর কুড়ালি কোথায়?

হানি। কুরুল্খান বুঝি ক্ষেতে পড়ে আছে। চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রথমাঙ্ক।

তীয়াঙ্ক।

—০০—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ভক্তপ্রসাদ বাবুর বৈটকখানা।

ভক্তবাবু আসীন।

ভক্ত। (স্বগত) আঃ! বেলাটা কি আজ্ আর ফুরবে না? (হাই তুলিয়া) দীনবন্ধো! তোমারই ইচ্ছা। পুঁটি বলে যে পঞ্চীছুঁড়িকে পাওয়া দুষ্কর, কি দুঃখের বিষয়! এমন্ কনক পদ্মটি তুলতে পাল্‌লেম্ না হে! সসাগরা পৃথিবীকে জয় করো পার্থ কি অবশেষে প্রমীলার হস্তে পরাভূত হল্যেন্। যা হৌক, এখন যে হানিফের মাগ্‌টাকে পাওয়া গেছে এও এক্‌টা আহ্লাদের বিষয় বটে। ছুঁড়ী দেখ্‌তে মন্দ নয়, বয়স অল্প, আর নবযৌবন মদে একবারে যেন ঢলে ঢলে পড়ে। শাস্ত্রে বলেছে যে যৌবনে কুক্কুরীও ধন্য! (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) ইঃ! এখনও না হবে তো প্রায় দুই তিন দণ্ড বেলা আছে। কি উৎপাৎ!

(আনন্দ বাবুর প্রবেশ।)

কেও, আনন্দ নাকি? এসো বাপু এসো, বাড়ী এসেছো কবে?

আন। (প্রণাম ও উপবেশন করিয়া) আজ্ঞে, কাল রাত্রে এসে পৌঁছেছি।

ভক্ত। তবে কি সংবাদ, বল দেখি শুনি।

আন। আজ্ঞে, সকলই সুসংবাদ। অনেক দিন বাড়ী আসা হয় নি বল্যে মাস খানেকের ছুটি নিয়ে এসেছি।

ভক্ত। তা বেস্ করেছো। আমার অম্বিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল ?

আন। আজ্ঞে, অম্বিকার সঙ্গে কল্‌কেতায় তো আমার প্রায় রোজই সাক্ষাৎ হয়।

ভক্ত। কেন ? তুমি না পাথুরেঘাটায় থাক ?

আন। আজ্ঞে, থাকতেম্ বটে, কিন্তু এখন উঠে এসে খিদির পুরে বাসা করেছি।

ভক্ত। অম্বিকার লেখা পড়া হচ্চো কেমন ?

আন। জেঠা মহাশয়, এমন ক্লেবর্ ছোকরা তো হিন্দুকালেজে আর দুটি নাই।

ভক্ত। এমন কি ছোকরা বল্‌লে, বাপু ?

আন। আজ্ঞে ক্লেবর্, অর্থাৎ সুচতুর—মেধাবী।

ভক্ত। হাঁ! হাঁ! ও তোমাদের ইংরাজী কথা বটে? ও সকল, বাপু, আমাদের কাণে ভাল লাগে না। জহীন্ কিম্বা চালাক্ বল্‌লে আমরা বুঝ্‌তে পারি। ভাল, আনন্দ! তুমি বাপু অতি শিষ্ট ছেলে, তা বল দেখি, অম্বিকা তো কোন অধর্ম্মাচরণ শিখচে না।

আন। আজ্ঞে, অধর্ম্মাচরণ কি ?

ভক্ত। এই দেব ব্রাহ্মণের প্রতি অবহেলা, গঙ্গাস্নানের প্রতি ঘৃণা, এই সকল খ্রীষ্টিয়ানি মত——

আন। আজ্ঞে, এ সকল কথা আমি আপনাকে বিশেষ করে বল্‌তে পারি না।

ভক্ত। আমার বোধ হয় অম্বিকাপ্রসাদ কখনই এমন কুকর্ম্মাচারী হবে না—সে আমার ছেলে কি না। প্রভো! তুমিই সত্য। ভাল আমি শুনেছি যে কল্‌কেতায় না কি সব একাকার হয়ে যাচ্ছে ? কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, কৈবর্ত্ত, সোনারবেণে, কপালি, তাঁতি,

জোলা, তেলি, কলু, সকলই না কি একত্রে উঠে বসে, আর খাওয়া দাওয়াও করে? বাপু, এ সকল কি সত্য?

আন। আজ্ঞে, বড় যে মিথ্যা তাও নয়।

ভক্ত। কি সর্ব্বনাশ! হিন্দুয়ানির মর্য্যাদা দেখ্‌চি আর কোন প্রকারেই রৈলো না! আর রৈবেই বা কেমন করে? কলির প্রতাপ দিন্‌ দিন্‌ বাড়ছে বই তো নয়। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) রাধেকৃষ্ণ!

(গদাধরের

গদা। আজ্ঞে, আমি গদা। (এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান)

ভক্ত। (ইসারা)।

গদা। (ঐ)।

ভক্ত। (স্বগত) ইঃ আজ্‌ কি সন্ধ্যা হবে না না কি। (প্রকাশে) ভাল, আনন্দ! শুনেছি—কল্‌কেতায় না কি বড় বড় হিন্দু সকলে মুসলমান বাবুর্চী রাখে?

আন। আজ্ঞে, কেউ কেউ শুনেছি রাখে বটে।

ভক্ত। থু! থু! বল কি? হিন্দু হয়ে নেড়ের ভাত্‌ খায়? রাম! রাম! থু! থু!

গদা। (স্বগত) নেড়েদের ভাত্‌ খেলে জাত যায়, কিন্তু তাদের মেয়েদেয় নিলে কিছু হয় না। বাঃ! বাঃ। কর্ত্তাবাবুর কি বুদ্ধি!

ভক্ত। অম্বিকাকে দেখ্‌চি আর বিস্তর দিন কল্‌কেতায় রাখা হবে না।

আন। আজ্ঞে, এখন অম্বিকাকে কালেজ থেকে ছাড়ান কোন মতেই উচিত হয় না।

ভক্ত। বল কি, বাপু? এর পরে কি ইংরাজী শিখে আপনার

কুলে কলঙ্ক দেবে? আর "মরা গরুতেও কি ঘাস্ খায়" এই বলে কি পিতৃ পিতামহের শ্রাদ্ধটাও লোপ কর্‌বে?

নেপথ্যে। (শঙ্খ, ঘন্টা, মৃদঙ্গ, করতাল ইত্যাদি)।

ভক্ত। এসো বাপু, ঠাকুরদর্শন করি গে।

আন। যে আজ্ঞে চলুন্।

[উভয়ের প্রস্থান।

গদা। (স্বগত) এখন বাবুরা তো গেলো। (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া) দেখি একটু আরাম করি। (গদির উপর উপবেশন)। বাঃ। কি নরম্ বিছানা গা। এর্ উপরে বসলিই গাটা যেন ঘুম্ ঘুম্ কত্তে থাকে। (উচ্চৈঃস্বরে) ও রাম্।

নেপথ্যে। কে ও?

গদা। আমি গদাধর। ও রাম, বলি একছিলিম্ অম্বুরী তামাক টামাক খাওয়া না।

নেপথ্যে। রোস্, খাওয়াচ্চি।

গদা। (তাকিয়ায় ঠেশ্ দিয়া স্বগত) আহা, কি আরামের জিনিস্। এই বাবু বেটারাই মজা করে নিলে। যারা ভাতের সঙ্গে বাটী বাটী ঘি আর দুদ্ খায়, আর এমনি বালিসের উপর ঠেশ দিয়ে বসে, তাদের কত্তে সুখী কি আর আছে?

(তামাক লইয়া রামের প্রবেশ।)

রাম। ও কি ও? তুই যে আবার ওখানে বসিছিস্?

গদা। একবার ভাই বাবুগিরি করে জন্মটা সফল করে নি। দে, হুকটা দে। কত্তাবাবুর ফর্সিটে আনতিস্ তো আরও মজা হতো। (হুঁকা গ্রহণ)

রাম। হা! হা! হা! তুই বাবুদের মতন্ তামাক খেতে কোথায় শিখ্‌লি রে? এ যে ছাতারের নেত্য। হা! হা! হা!

গদা। হা! হা! হা! তুই ভাই একবার আমার গাটা টেপ্‌তো

রাম। মর্ শালা, আমি কি তোর চাকোর? হা! হা! হা!

গদা। তোর পায় পড়ি ভাই, আয় না। আচ্ছা, তুই এক্‌বার আমার গা টিপে দে, আমি নৈলে আবার তোর গা টিপে দেব এখন।

রাম। হা! হা! হা! আচ্ছা তবে আয়।

গদা। রোস্, হুঁকটা আগে রেখে দি। এখন আয়।

রাম। (গাত্র টেপন)।

গদা। হা! হা! হা! মর্ অমন্ করে কি টিপ্‌তে হয়?

রাম। কেমন্, এখন ভাল লাগে তো। হা! হা! হা!

গদা। আজ ভাই ভারি মজা কল্যেম্, হা! হা! হা!

রাম। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) পালা রে পালা ঐ দেখ কর্ত্তাবাবু আস্‌চে।

[হুঁকা লইয়া হাসিতে২ বেগে প্রস্থান।

গদা। (গাত্রোত্থান করিয়া স্বগত) বুড় বেটা এমন সময়ে এসে সব নষ্ট কল্যে। ঈস্! আজ বুড়র ঠাট্ দেখলে হাসি পায়। শান্তিপুরে ধুতি, জামদানের মেরজাই, ঢাকাই চাদোর, জরির জুতো, আবার মাথায় তাজ। হা! হা! হা!

(ভক্তবাবুর পুনঃপ্রবেশ।)

ভক্ত। ও গদা।

গদা। আজ্ঞেএএএ।

ভক্ত। ওরা কি এসেছে বোধ হয়?

গদা। আজ্ঞে, এতক্ষণে এসে থাক্‌তে পার্‌বে, আপনি আসুন।

ভক্ত। যা তুই আগে যেয়ে দেখে আয় গে।

গদা। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

ভক্ত। (স্বগত) এই তাজটা মাথায় দেওয়া ভাল হয়েছে। নেড়ে মাগীরে এই সকল ভাল বাসে; আর এতে এই একটা আরও উপকার হচ্চো যে টিকিটা ঢাকা পড়েছে। (উচ্চৈস্বরে) ও রামা—

নেপথ্যে। আজ্ঞে যাই।

ভক্ত। আমার হাত্‌বাক্‌সটা আর আরসি খানা আন্‌তো। (স্বগত) দেখি, একটু আতর গায় দি। নেড়েরা আবাল বৃদ্ধ বনিতা আতরের খোস্‌বু বড় পছন্দ করে, আর ছোট শিশিটাও ঢেঁকে করে সঙ্গে নে যাই। কি জানি মাগীর গায়ে প্যাঁজের গন্ধ টন্ধ থাকে, না হয় একটু আতর মাখিয়ে তা দূর কর্‌বো।

(বাক্‌স ও আরসি লইয়া রামের পুনঃপ্রবেশ।)

ভক্ত। (আরসিতে মুখ দেখিয়া আতরের শিশি লইয়া বাক্‌স পুনরায় বন্ধ করিয়া) এই নে যা, আর দেখ্‌, যদি কেউ আসে তো বলিস্‌ যে আমি এখন জপে আছি।

রাম। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

ভক্ত। (পরিক্রমণ করিয়া স্বগত) আঃ! গদা বেটা যে এখনও আস্‌চে না? বেটা কুড়ের শেষ।

(গদার পুনঃপ্রবেশ।)

কি হলো রে?

গদা। আজ্ঞে, পিসী তাকে নে গেছে, আপনি

ভক্ত। তবে চল্‌ যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

এক উদ্যানের মধ্যে এক ভগ্ন শিবের মন্দির।

বাচস্পতি ও হানিফের প্রবেশ।

বাচ। ও হানিফ্?

হানি। জী।

বাচ। এই তো সেই শিবমন্দির; এখনো তো দেখ্ছি কেউ আসেনি। তা চল্, আমরা ঐ অশ্বত্থগাছের উপরে এই বেলা লুকিয়ে বসে থাকি গে।

হানি। আপনার যেমন মর্‌জি।

বাচ। কিন্তু দেখ্, আমি যতক্ষণ না ইসারা করি, তুই চুপ করে বসে থাকিস্।

হানি। ঠাহুর, তাতো থাকপো; লেকিন আমার সাম্‌নে যদি আমার বিবীর গায়ে হাত দেয়, কি কোন রকম বেইজ্জৎ কত্তি যায়, তা হলি তো আমি তখনি সে হারামজাদা বেটার মাথাটা টান্যে ছিঁড়ে ফেলাবো। আমার তো এখনে আর কোন ভয় নেই; আমি দোস্‌রা এলাকায় ঘরের ঠ্যাক্‌না করিছি।

বাচ। (স্বগত) বেটা একে সাক্ষাৎ যমদূত, তাতে আবার রেগেছে, না জানি আজ্ একটা কি বিভ্রাটই বা ঘটায়। (প্রকাশে) দেখ্ হানিফ, অমন রাগ্‌লে চলব্যে না, তা হলে সব নষ্ট হবে; তুই একটু স্থির হয়ে থাক্।

হানি। আরে গোও ম্যানে ঠাহুর! আমার লহু গরম্ হয়ে উঠতেছে, আর হাত দুখানা যেন নিস্‌পিস্ কত্তেছে,—একবার শালারে এখন পালি হয়, তা হলি মনের সাধে তারে কিল্যে গেরাম ছাড়্যে যাব, আর কি?

বাচ। না তবে আমি এর মধ্যে ন্যই ; আমার কথা যদি না শুনিস্ তবে আমি চল্যেম। (গমনোদ্যত)।

হানি। আরে; রও না, ঠাহুর! এত গোসা হতেছ কেন? ভাল, কও দিনি আমি এখানে যদি চুপ করে থাকি তা হলি আখেরে তো শালারে সোধ্ দিতে পারবো?

বাচ। হাঁ, তা পারবি বৈ কি।

হানি। আচ্ছা, তবে চল তুমি যা বল্‌বে তাই করবো এখনে।

বাচ। তবে চল্ ঐ গাছে উঠে চুপ করে বসে থাকিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(ফতেমা ও পুঁটির প্রবেশ।)

ফতে। ও পুঁটি দিদি! মোরে এ কোথায় আনে ফ্যালালি? না ভাই, মোরে বড় ডর লাগে, সাপেই খাবে না কি হবে কিছু কতি পারি নে।

পুঁটি। আরে এই যে শিবের মন্দির, আর তো দুকোশ পাঁচকোশ যেতে হবে না। তা এইখেনে দাঁড়া না। কত্তাবাবু ততখন আসুন।

ফতে। না ভাই, যে আঁদার, বড় ডর লাগে। এই বনের মদ্দি মোরা দুটিতি কেমন কোরে থাক্‌পো।

পুঁটি। (স্বগত) বলে মিথ্যা নয়। যে অন্ধকার, গাটাও কেমন ছম্ ছম্ করে, আবার শুনেছি এখানে না কি ভূতের ভয়ও আছে। (পশ্চাতে দৃষ্টি করিয়া) আঃ এঁর যে আর আসা হয় না।

ফতে। তুই নৈলে থাক ভাই, মুই আর রতি পারবো না। (গমনোদ্যত)।

পুঁটি। (ফতের হস্ত ধারণ করিয়া) আমর, ছুঁড়ী! আমি থাক্‌লে কি হবে? (স্বগত) হায়, আমার কি এখন আর সে কাল আছে? তালশাঁস পেকে শক্ত হল্যে আর তাকে কে খেতে

চায় ? (প্রকাশে) তুই, ভাই, আর একটু খানি দাঁড়া না। কত্তাবাবু এলো বল্যে।

ফতে। না ভাই, মুই তোর কড়ি পাতি চাই নে, মোর আদমি একথা মালুম কত্তি পাল্যি মোরে আর আস্তো রাখ্‌পে না।

পুঁটি। আরে, মিছে ভয় করিস্ কেন্ ? সে কেমন করে জান্‌তে পারবে বল্ ; সে কি আর এখানে দেখ্‌তে আস্‌ছে ? তা এতো ভয়ই বা কেন ? একটু দাঁড়া না। (সচকিতে স্বগত) ওমা, ঐ মন্দিরের মধ্যে কি একটা শব্দ হলো না ? রাম ! রাম ! রাম ! (ফতেকে ধারণ।)

ফতে। (বিষণ্ণ ভাবে) তুই যদি না ছাড়িস্ ভাই তবে আর কি করবো ; এখনে আল্লা যা করে ! তা চল্ মোরা ঐ মস্‌জিদের মদ্দি যাই ; আবার এখানে কেটা কোন দিক্ হতে দেখ্‌তি পাবে।

পুঁটি। না না না, এই ফাঁকেই ভালো। (স্বগত) আঃ, এ বুড় ডেকরা মরেছে না কি ?

ফতে। (সচকিতে) ও পুঁটি দিদি, ঐ দেখ দেখি কে দুজন্ আস্‌চে, আমি ভাই ঐ মস্‌জিদের মদ্দি নুকুই।

পুঁটি। না লো না, ঐ খানে দাড়া না। আমি দেখ্‌চি, বুঝি আমাদের কত্তাবাবু ই বা হবে। (দেখিয়া) হাঁ তো, ঐ যে তিনিই বটে, আর সঙ্গে গদা আস্‌চে। আঃ বাঁচলেম্।

ফতে। না ভাই, মুই যাই।

পুঁটি। আরে, দাঁড়া না ; যাবি কোথা ?

(ভক্ত ও গদাধরের প্রবেশ।)

পুটি। আঃ কত্তাবাবু, কতক্ষণ দাড়িয়ে দাড়িয়ে পা ধরে গিয়েছে। আপনি দেরি কল্যেন্ বলে আমরা আরো ভাব্‌ছিলেম্, ফিরে যাই।

ভক্ত। হ্যাঁ, একটু বিলম্ব হয়েছে বটে—তা এই যে আমার মনোমোহিনী এসেছেন। (স্বগত) আহা যবনী হোলো তায় বয়ে গেল কি? ছুঁড়ি রূপে যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী! এ যে আস্তা-কুড়ে সোণার চাঙ্গড়! (প্রকাশে গদার প্রতি) গদা তুই একটু এগিয়ে দাঁড়া তো যেন এদিগে কেউ না এসে পড়ে।

গদা। যে আজ্ঞে।

ভক্ত। ও পুঁটি, এটি তো বড় লাজুক দেখ্‌চি রে, আমারদিগে একবার চাইতেও কি নাই? (ফতের প্রতি) সুন্দরি, একবার বদন্ তুলে দুটো কথা কও, আমার জীবন সার্থক হউক। হরি বোল হরিবোল, হরিবোল!—তায় লজ্জা কি?

গদা। (স্বগত) আর ও নাম কেন? এখন আল্লা আল্লা বলো।

ভক্ত। আহা! এমন খোস-চেহারা কি হান্‌ফের ঘরে সাজে? রাজরাণী হোলে তবে এর যথার্থশোভা পায়।

"ময়ূর চকোর শুক চাতকে না পায়;
হায় বিধি পাকা আম দাঁড়কাকে খায়॥"

বিধুমুখি, তোমার বদনচন্দ্র দেখে আজ আমার মনকুমুদ প্রফুল্ল হেলো!—আঃ!

পুঁটি। (স্বগত) কর্ত্তা আজ বাদে কাল সিঙ্গে ফুকবেন্, তবু রসিকতা টুকু ছাড়েন্ না। ওমা! ছাইতে কি আগুণ এতকালও থাকে গা? (প্রকাশে) কর্ত্তাবাবু ও নেড়েদের মেয়ে, ওরা কি ওসব বোঝে?

ভক্ত। আরে, তুই চুপ্ কর্ না কেন?

পুঁটি। যে আজ্ঞে।

ফতে। পুঁটি দিদি, মুই তোর পায়ে সেলাম করি, তুই মোকে হেথা থেকে নিয়ে চল।

পুটি। আ-মর্, একশো বার ঐ কথা? বাবু এত করে বল্‌চ্যে তবু কি তোর আর মন ওঠে না? হাজার হোক্ নেড়ের জাত কি না,—কথায় বলে "তেতুল নয় মিষ্টি, নেড়ে নয় ইষ্টি।" কত্তা-বাবুকে পেলে কত বামুণ কায়েতে বত্যে যায়, তা তুই নেড়ে বৈত নস্, তোদের জাত আছে, না ধর্ম্ম আছে? বরং ভাগ্যি করে মান্ যে বাবুর চোখে পড়েছিস্!

ফতে। না ভাই, মুই অনেক্ষণ ঘর্ ছেড়ে এসেচি, মোর আদ্‌মি আসে এখনি মোকে খোজ করবে, মুই যাই ভাই।

ভক্ত। (অঞ্চল ধারণ করিয়া) প্রেয়সি, তুমি যদি যাবে, তবে আমি আর বাঁচবো কিসে?—তুমি আমার প্রাণ—তুমি আমার কলিজে—তুমি আমার চন্দ্রোপুরুষ!——

"তুমি প্রাণ, তুমি ধন, তুমি মন, তুমি জন,
নিকটে যেক্ষণ থাক সেই ক্ষণ ভাল লো।
যত জন আর আছে, তুচ্ছ করি তোমা কাছে,
ত্রিভুবনে তুমি ভাল আর সব কাল লো॥"

তা দেখ ভাই, বুড় বল্যে হেলা করো না; তুমি যদি চলে যাও তা হলে আর আমার প্রাণ থাক্‌বে না।

গদা। (স্বগত) তেলা মোর ধন্ রে? এই তো বটে।

পুঁটি। কত্তাবাবু, ফতির ভয় হচ্যে যে পাছে ওকে কেউ এখানে দেখ্‌তে পায়; তা ঐ মন্দিরের মধ্যে গেলেইত ভাল হয়।

ভক্ত। (চিন্তিত ভাবে) অ্যাঁ—মন্দিরের মধ্যে?—হাঁ; তা ভগ্নশিবে তো শিবত্ব নাই, তার ব্যবস্থাও নিয়েছি। বিশেষ এমন্ স্বর্গের অপ্সরীর জন্যে হিন্দুয়ানি ত্যাগ করাইবা কোন ছার?

নেপথ্যে গম্ভীর স্বরে। বটে রে পাষণ্ড নরাধম দুরাচার? (সকলের ভয়)।

ভক্ত। (সত্রাসে চতুর্দ্দিকে দেখিয়া) অ্যাঁ—আ—আ—আ—আমি না! ও বাবা! একি? কোথা যাব।

পুঁটি। (কম্পিত কলেবরে) রাম—রাম—রাম—রাম! আমি তখনি ত জানি—রাম—রাম—রাম!

ভক্ত। ও গদা! কাছে আয় না।

গদা। (কম্পিত কলেবরে) আগে বাঁচি, তবে——

(নেপথ্যে হুঙ্কার ধ্বনি।)

পুঁটি। ই—ই—ই—ই! (ভুতলে পতন ও মূর্চ্ছা)।

ভক্ত। রাধাশ্যাম—রাধাশ্যাম!—ও মাগো—কি হবে!

(নেপথ্যে) এই দেখ্ না কি হয়?

ভক্ত। (কর যোড় করিয়া সকাতরে) বাবা! আমি কিছু জানি নে, দোহাই বাবা, আমাকে ক্ষমা কর। অষ্টাঙ্গে প্রণিপাত)।

(ওষ্ঠ ও চিবুক বস্ত্রাবৃত করিয়া হানিফের দ্রুত প্রবেশ, গদাকে চপেটাঘাত ও তাহার ভূতলে পতন, পরে ভক্তের পৃষ্ঠদেশে বসিয়া মুষ্টাঘাত এবং পুঁটিকে পদপ্রহার করিয়া বেগে প্রস্থান)।

ভক্ত। আ—আঁ—আঁ!

(নেপথ্য হইতে বাচস্পতির রাম্ প্রসাদী পদ—"মায়ের এই তো বিচার বটে, বটে বটে গো আনন্দময়ি, এই তো বিচার বটে" এবং প্রবেশ)।

গদা। (দেখিয়া) এই যে দাদাঠাকুর এসেছেন্! আঃ! বাঁচলেম্; বামুনের কাছে ভূত আস্তে পায় না! (পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইয়া) বাবা! ভূতের হাত এমন্ কড়া!

বাচ। একি! কর্ত্তাবাবু যে, এমন্ করে পড়ে রয়েছেন?—হয়েছে কি? অঁা!?

ভক্ত। (বাচস্পতিকে দেখিয়া গাত্রোত্থান করিয়া) কে ও?

বাচ্‌স্পোৎ দাদা না কি ? আঃ ; ভাই ; আজ্ ভূতের হাতে মরে ছিলেম্ আর কি ? তুমি যে এসে পড়েছো, বড় ভাল হয়েছে।

পুঁটি। (চেতন পাইয়া) রাম—রাম—রাম !

গদা। ও পিসি, সে টা চলে গিয়াছে, আর ভয় নাই, এখন ওঠ্।

পুঁটি। (উঠিয়া) গিয়াছে ! আঃ, রক্ষে হোলো। তা চল্ বাছা, আর এখানে নয় ; আমি বেঁচে থাকলে অনেক রোজগার হবে ! (বাচস্পতিকে দেখিয়া) ওমা ! এই যে ভট্‌চাজ্জি মোশাই এখানে এসেছেন।

বাচ। কর্ত্তাবাবু, আমি এই দিক্ দিয়ে যাচ্ছিলেম, মানুষের গোঁগানির শব্দ শুনে এলেম্। তা বলুন্ দেখি ব্যাপারটাই কি ? আপ্‌নিই বা এ সময়ে এখানে কেন ? আর এরাই বা কেন এসেছে ? এতো দেখ্‌ছি হানিফ্‌গাজীর মাগ।

ভক্ত। (স্বগত) এক দিকে বাঁচলেম, এখন আর এক দিকে যে বিষম বিভ্রাট ! করি কি ? (প্রকাশে বিনীত ভাবে) ভাই তুমি তো সকলি বুঝেছ, তা আর লজ্জা দিও না। আমি যেমন কর্ম্ম করেছিলেম্ তার উপযুক্ত ফলও পেয়েছি। তা হ্যাদেখ ভাই, তোমার হাতে ধরে বলচি, এই ভিক্ষাটী আমাকে দেও, যে একথা যেন কেউ টের না পায়। বুড় বয়েসে এমন কথা প্রকাশ হলে আমার কুলমানে একেবারে ছাই পোড়্‌বে। তুমি ভাই, আমার পরম আত্মীয়, আমি আর অধিক কি বল্‌বো।

বাচ। সে কি, কর্ত্তাবাবু ? আপনি হলেন্ বড়মানুষ—রাজা। আর আমি হলেম্ দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আর সেই ব্রহ্মত্রটুকু যাওয়া অবধি দিনান্তেও অন্ন যোটা ভার, তা আমি আপনার আত্মীয় হব এমন ভাগ্য কি করেছি ?—

ভক্ত। হয়েছে—হয়েছে, ভাই ! আমি কল্যই তোমারে সে

ব্রহ্মত্রজমী ফিরে দেবো, আর দেখ, তোমার মাতৃশ্রাদ্ধে আমি যৎসামান্য কিঞ্চিৎ দিয়েছিলেম্, তা আমি তোমাকে নগদ আরও পঞ্চাশটী টাকা দেবো, কিন্তু এই কর্ম্মটি কর্য়ো যেন আজকের কথাটা কোনরূপে প্রকাশ না হয়।

বাচ। (হাস্যমুখে) কত্তাবাবু, কর্ম্মটা বড় গর্হিত হয়েছে অবশ্যই বলতে হবে; কিন্তু যখন ব্রাহ্মণে কিঞ্চিৎ দান কত্তো স্বীকার হলেন্ তখন্ তার তো এক প্রকার প্রায়শ্চিত্তই করা হলো, তা আমার সে কথার প্রসঙ্গেই বা প্রয়োজন কি?— তার জন্যে নিশ্চিন্ত থাকুন্।

(স্বাভাবিক বেশে হানিফ্ গাজির প্রবেশ)।

হানি। কত্তাবাবু, সালাম করি।

ভক্ত। (অতি ব্যাকুল ভাবে) এ কি! অ্যাঁ এ আবার কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত?

হানি। (হাস্যমুখে) কত্তাবাবু, আমি ঘরে আস্যে ফতিরি তল্লাস্ কল্লাম, তা সকলে বলে যে সে এই ভাঙ্গা মন্দিরির দিকি পুঁটির সাতে আয়েছে, তাই তারে টুঁড়তি টুঁড়তি আস্যে পড়িছি। আপ্নার যে মোচলমান হতি সাধ্ গেছে, তা জান্তি পাল্লি ভাবনা কি ছিল? ফতি তো ফতি, ওর চায়েও সোণার চাঁদ আপ্নারে অন্যে দিতি পাত্তাম, তা এর জন্যি আপনি এত তক্লিফ্ নেলেন কেন? তোবা! তোবা!

ভক্ত। (চিন্তা করিয়া নম্রভাবে) বাবা হানিফ্, আমি সব বুঝেছি, তা আমি যেমন তোর উপর অহেতু অত্যাচার করেছিলেম্, তেমনি তার বিধিমত শাস্তিও পেয়েছি, আর কেন? এখন ক্ষান্ত দাও। আমি বরঞ্চ তোমাকে কিছু দিতেও রাজি আছি, কিন্তু বাপু একথা যেন আর প্রকাশ না হয়, এই ভিক্ষাটি আমি চাই। হে বাবা, তোর হাতে ধরি!

হানি। সে কি, কত্তাবাবু ?—আপনি যে নাড়্যেদের এত গাল পাড়তেন, এখনে আপনি খোদ্ সেই নাড়্যে হত্তি বসেছেন, এর চায়ে খুসীর কথা আর কি হত্তি পারে ? তা এ কথা তো আমার জাত কুটুম গো কত্তিই হবে।

ভক্ত। সর্ব্বনাশ!—বলিস্ কি হানিফ্? ও বাচ্‌স্পোৎ দাদা, এইবারেই তো গেলেম্। ভাই, তুমি না রক্ষে কল্যে আর উপায় নাই। তা একবার হানিফ্‌কে তুমি দুটো কথা বুঝিয়ে বলো।

বাচ। (ঈষৎ হাস্য মুখে) ও হানিফ্, একবার এদিকে আয় দেখি, একটা কথা বলি। (হানিফ্‌কে একপার্শ্বে লইয়া গোপনে কথোপকথন)।

ভক্ত। রাধে,—রাধে,—রাধে, এমন বিভ্রাটে মানুষ পড়ে! একে তো অপমানের শেষ, তাতে আবার জাতের ভয়। আমার এমনি হচ্যে যে পৃথিবী দুভাগ হলে আমি এখনি প্রবেশ করি। যা হোক এই নাকে কাণে খত এমন কর্ম্মে আর নয়।

ফতি। (অগ্রসর হইয়া সহাস্য বদনে) কেন, কত্তাবাবু?—নাড়্যের মায়্যে কি এখনে আর পছন্দ হচ্চে না ?

ভক্ত। দূর হ, হতভাগি, তোর্ জন্যেইত আমার এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত!

ফতি। সে কি, কত্তাবাবু ?—এই, মুই আপনার কল্‌জে হচ্ছে-লাম্, আরো কি কি হচ্ছেলাম্; আবার এখন মোরে দূর কত্তি চাও।

ভক্ত। কেবল তোকে দূর ? এ জঘন্য কর্ম্মটাই আজ অবধি দূর কল্যেম্। এতোতেও যদি ভক্তপ্রসাদের চেতন না হয়, তবে তাঁর বাড়া গর্দ্দভ আর নাই।

গদা। (জনান্তিকে) ও পিসি, তবেই তো গদার পেসা উঠ্‌লো!

পুঁটি। উঠুক্ বাছা; গতর থাকে তো ভিক্ষে মেগে খাবো। কে জানে মা যে নেড়ের মেয়েগুলর সঙ্গে পোষা ভূত থাকে? তা হলে কি আমি এ কাজে হাত দি?

বাচ। (অগ্রসর হইয়া) কত্তাবাবু, আপনি হানিফ্কে দুটিশত টাকা দিন্, তা হলেই সব গোল মিটে যায়।

ভক্ত। দু-শো টা-কা! ও বাবা, আমি যে ধনে প্রাণে গেলেম্। বাচপোৎ দাদা, কিছু কম্ জম্ কি হয় না?

বাচ। আজ্ঞা না, এর কমে কোন মতেই হবে না।

ভক্ত। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা তবে চল, তাই দেব। আমি বিবেচনা করে দেখ্লেম যে এ কর্ম্মের দক্ষিণান্ত এই রূপেই হওয়া উচিত! যা হোক ভাই, তোমাদের হতে আমি আজ বিলক্ষণ উপদেশ পেলেম্। এ উপকার আমি চিরকালই স্বীকার কর্বো। আমি যেমন অশেষ দোষে দোষী ছিলেম, তেমনি তার সমুচিত প্রতিফলও পেয়েছি। এখন নারায়ণের কাছে এই প্রার্থনা করি যে এমন দুর্ম্মতি যেন আমার কখন না ঘটে।

বাহিরে ছিল সাধুর আকার, মনটা কিন্তু ধর্ম্ম ধোয়া।
পুণ্য খাতায় জমা শূন্য, ভণ্ডামিতে চারটি পোয়া॥
শিক্ষা দিলে কিলের চোটে, হাড়গুঁড়িয়ে খোয়ের মোয়া।
যেমন কর্ম্ম ফল্লো ধর্ম্ম, "বুড়সালিকের ঘাড়ে রোঁয়া॥"

[সকলের প্রস্থান।

(যবনিকা পতন।)

সমাপ্ত

কলিকাতা,—অপরচিৎপুররোড শোভাবাজার ২৮৫ নং বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

ব্রজাঙ্গনা কাব্য।

৺ মাইকেল মধুসূদন দত্ত

প্রণীত।

ষষ্ঠ সংস্করণ।

গোপীভর্ত্তুর্বিরহবিধুরা —
উন্মত্তেব ——— ,,

পদাঙ্কদূত।

কলিকাতা।

শ্রীঅরুণোদয় ঘোষদ্বারা অপরচিৎপুররোড শোভাবাজারস্থ
২৮৩ সংখ্যক ভবনে বিদ্যারত্ন যন্ত্রে
মুদ্রিত।

১২৮৭

ব্রজাঙ্গনা কাব্য।

প্রথম সর্গ

। বিরহ।

১

(বংশীধ্বনি।)

নাচিছে কদম্বমূলে, বাজায়ে মুরলী, রে,
রাধিকা রমণ!
চল, সখি, ত্বরা করি, দেখিগে প্রাণের হরি,
ব্রজের রতন!
চাতকী আমি স্বজনি, শুনি জলধর-ধ্বনি,
কেমনে ধৈরয ধরি থাকিলো এখন্?
যাক্ মান, যাক্ কুল, মন তরী পাবে কুল;
চল, ভাসি প্রেমনীরে, ভেবে ও চরণ! (১)

মানস-সরসে, সখি, ভাসিছে মরাল, রে,
কমল কাননে!
কমলিনী কোন্ ছলে, থাকিবে ডুবিয়া জলে,
বঞ্চিয়া রমণে?
যে যাহারে ভাল বাসে, সে যাইবে তার পাশে—
মদন রাজার বিধি লঙ্ঘিব কেমনে?
যদি অবহেলা করি, রুষিবে শম্বর অরি;
কে সম্বরে স্মর-শরে এ তিন ভুবনে? (২)

ঐ শুন, পুনঃ বাজে মজাইয়া মন, রে,
মুরারির বাঁশী!
সুমন্দ মলয় আনে ও নিনাদ মোর কানে—
আমি শ্যাম-দাসী।
জলদ গরজে যবে, ময়ূরী নাচে সে রবে;—
আমি কেন না কাটিব শরমের ফাঁসি?
সৌদামিনী ঘন সনে, ভ্রমে সদানন্দ মনে;—
রাধিকা কেন ত্যজিবে রাধিকাবিলাসী? (৩)

ফুটিছে কুসুমকুল মঞ্জু কুঞ্জ বনে, রে,
যথা গুণমণি!
হেরি মোর শ্যামচাঁদে, পিরীতের ফুল ফাঁদে
পাতিছে ধরণী!
কি লজ্জা! হা ধিক্ তারে, ছয় ঋতু বরে যারে,
আমার প্রাণের ধনে লোভে সে রমণী?
চল, সখি, শীঘ্র যাই, পাছে মাধবে হারাই,—
মণিহারা ফণিনী কি বাঁচে লো সজনি? (৪)

সাগর উদ্দেশে নদী ভ্রমে দেশে দেশে, রে,
অবিরাম গতি;—
গগনে উদিলে শশী, হাসি যেন পড়ে খসি,
নিশি রূপবতী;
আমার প্রেম-সাগর, দুয়ারে মোর নাগর,
তারে ছেড়ে রব আমি? ধিক্ এ কুমতি!
আমার সুধাংশু নিধি—দিয়াছে আমায় বিধি—
বিরহ আঁধারে আমি? ধিক্ এ যুকতি! (৫)

নাচিছে কদম্ব মূলে, বাজায়ে মুরলী, রে,
রাধিকা রমণ!
চল, সখি, ত্বরা করি, দেখিগে প্রাণের হরি,
গোকুল রতন!

মধু কহে ব্রজাঙ্গনে, স্মরি ও রাঙা চরণে,
যাও যথা ডাকে তোমা শ্রীমধুসূদন!
যৌবন মধুর কাল, আশু বিনাশিবে কাল,
কালে পিও প্রেমমধু করিয়া যতন! (৬)

২

জলধর।

চেয়ে দেখ, প্রিয়সখি, কি শোভা গগনে!
সুগন্ধ-বহ-বাহন, সৌদামিনী সহ ঘন
ভ্রমিতেছে মন্দগতি প্রেমানন্দ মনে!
ইন্দ্রচাপ রূপ ধরি, মেঘরাজ ধ্বজোপরি,
শোভিতেছে কামকেতু—খচিত রতনে! (১)

লাজে বুঝি গ্রহরাজ মুদিছে নয়ন!
মদন উৎসবে এবে, মাতি ঘনপতি সেবে,
রতিপতি সহ রতি ভুবনমোহন!
চপলা চঞ্চলা হয়ে, হাসি প্রাণনাথে লয়ে,
তুষিছে তাহারে দিয়ে ঘন আলিঙ্গন! (২)

নাচিছে শিখিনী সুখে কেকারব করি,
হেরি ব্রজকুঞ্জ বনে, রাধা রাধাপ্রাণধনে,
নাচিত যেমতি যত গোকুল সুন্দরী!
উড়িতেছে চাতকিনী শূন্যপথে বিহারিণী
জয়ধ্বনি করি ধনী—জলদ কিঙ্করী! (৩)

হায়রে কোথায় আজি শ্যাম জলধর।
তব প্রিয় সৌদামিনী, কাঁদে নাথ একাকিনী,
রাধারে ভুলিলে কি হে রাধামনোহর?

রত্নচূড়া শিরে পরি, এস বিশ্ব আলো করি,
কনক উদয়াচলে যথা দিনকর! (৪)

তব অপরূপ রূপ হেরি, গুণমণি,
অভিমানে ঘনেশ্বর যাবে কাঁদি দেশান্তর,
আখণ্ডল ধনু লাজে পালাবে অমনি;
দিনমণি পুনঃ আসি উদিবে আকাশে হাসি;
রাধিকার সুখে সুখী হইবে ধরণী; (৫)

নাচিবে গোকুল নারী, যথা কমলিনী
নাচে মলয়-হিল্লোলে সরসী-রূপসী-কোলে,
রুণু রুণু মধু বোলে বাজায়ে কিঙ্কিণী!
বসাইও ফুলাসনে এ দাসীরে তব সনে
তুমি নব জলধর এ তব অধিনী! (৬)

অরে আশা আর কিরে হবি ফলবতী?
আর কি পাইব তারে সদা প্রাণ চাহে যারে
পতি-হারা রতি কিলো পাবে রতি-পতি?
মধু কহে হে কামিনি, আশা মহা মায়াবিনী!
মরীচিকা কার তৃষা কবে তোষে সতি? (৭)

৩

যমুনাতটে।

মৃদু কলরবে তুমি, ওহে শৈবলিনি,
কি কহিছ ভাল করে কহনা আমারে।
সাগর-বিরহে যদি, প্রাণ তব কাঁদে, নদি,
তোমার মনের কথা কহ রাধিকারে—
তুমি কি জাননা, ধনি, সেও বিরহিণী? (১)

তপন-তনয়া তুমি ; তেঁই কাদম্বিনী
পালে তোমা শৈলনাথ কাঞ্চন ভবনে ;
জন্ম তব রাজকুলে, (সৌরভ জনমে ফুলে)
রাধিকারে লজ্জা তুমি কর কি কারণে ?
তুমি কি জাননা সেও রাজার নন্দিনী ? (২)

এস, সখি, তুমি আমি বসি এ বিরলে !
দুজনের মনোজ্বালা জুড়াই দুজনে ;
তব কূলে কল্লোলিনি, ভ্রমি আমি একাকিনী,
অনাথা অতিথি আমি তোমার সদনে—
তিতিছে বসন মোর নয়নের জলে ! (৩)

ফেলিয়া দিয়াছি আমি যত অলঙ্কার—
রতন, মুকুতা, হীরা, সব আভরণ !
ছিঁড়িয়াছি ফুল-মালা জুড়াতে মনের জ্বালা,
চন্দন চর্চ্চিত দেহে ভস্মের লেপন !
আর কি এসবে সাধ আছে গো রাধার ? (৪)

তবে যে সিন্দুর বিন্দু দেখিছ ললাটে,
সধবা বলিয়া আমি রেখেছি ইহারে !
কিন্তু অগ্নিশিখা সম, হে সখি, সীমন্তে মম
জ্বলিছে এ রেখা আজি—কহিনু তোমারে—
গোপিলে এ সব কথা প্রাণ যেন ফাটে ! (৫)

বসো আসি শশিমুখি, আমার আঁচলে,
কমল-আসনে যথা কমলিনী !
ধরিয়া তোমার গলা কাঁদিলো আমি অবলা,
ক্ষণেক ভুলি এ জ্বালা, ও হে প্রবাহিনি !
এসো গো বসি দুজনে এ বিজন স্থলে ! (৬)

কি আশ্চর্য্য ! এত করে কহিনু মিনতি,
তবু কি আমার কথা শুনিলে না ধনি ?

এ সকল দেখে শুনে, রাধার কপাল-গুণে,
তুমিও কি ঘৃণিলা গো রাধায়, স্বজনি ?
এই কি উচিত তব, ওহে স্রোতস্বতি ? (৭)

হায়রে তোমারে কেন দোষি, ভাগ্যবতি ?
ভিখারিণী রাধা এবে—তুমি রাজরাণী।
হরপ্রিয়া মন্দাকিনী, সুভগে, তব সঙ্গিনী,
অর্পেণ সাগর-করে তিনি তব পাণি !
সাগর-বাসরে তব তাঁর সহ গতি ! (৮)

মৃদুহাসি নিশি আসি দেখা দেয় যবে,
মনোহর সাজে তুমি সাজ লো কামিনি
তারাময় হার পরি, শশধরে শিরে ধরি,
কুসুম দাম কবরী, তুমি বিনোদিনি,
দ্রুতগতি পতি পাশে যাও কলরবে। (৯)

হায় রে এ ব্রজে আজি কে আছে রাধার ?
কে জানে এ ব্রজজনে রাধার বাতন ?
দিবা অবসান হলে, রবি গেলে অস্তাচলে,
যদিও ঘোর তিমিরে ডোবে ত্রিভুবন,
নলিনীর যত জ্বালা—এত জ্বালা কার ? (১০)

উচ্চ তুমি নীচ এবে আমি হে যুবতী,
কিন্তু পর দুঃখে দুঃখী না হয় যে জন,
বিফল জনম তার, অবশ্য সে দুরাচার,
মধু কহে মিছে ধনি করিছ রোদন,
কাহার হৃদয়ে দয়া করেন বসতি। (১১)

৪

ময়ূরী।

তরুশাখা উপরে, শিখিনি,
কেনে লো বসিয়া তুই বিরস বদনে ?
না হেরিয়া শ্যামচাঁদে, তোরও কি পরাণ কাঁদে,
তুইও কি দুঃখিনী !
আহা ! কে না ভালবাসে রাধিকারমণে ?
কার না জুড়ায় আঁখি শশী, বিহঙ্গিনি ?

আয়, পাখি, আমরা দুজনে
গলা ধরাধরি করি ভাবি লো নীরবে ;
নবীন নীরদে প্রাণ, তুই করেছিস্ দান—
সে কি তোর হবে ?
আর কি পাইবে রাধা রাধিকারঞ্জনে ?
তুই ভাব্ ঘনে, ধনি, আমি শ্রীমাধবে ! (২)

কি শোভা ধরয়ে জলধর,
গভীর গরজি যবে উড়ে সে গগনে !
স্বর্ণ বর্ণ শক্র ধনু—রতনে খচিত তনু—
চূড়া শিরোপর ;
বিজলী কনক দাম পরিয়া বতনে,
মুকুলিত লতা যথা পরে তরুবর ! (৩)

কিন্তু ভেবে দেখ্ লো কামিনি,
মম শ্যাম-রূপ অনুপম ত্রিভুবনে !
হায়, ও রূপ-মাধুরী, কার মন নাহি চুরি,
করে, রে শিখিনি !
যার আঁখি দেখিয়াছে রাধিকামোহনে,
সেই জানে কেনে রাধা কুলকলঙ্কিনী ! (৪)

তরুশাখা উপরে, শিখিনি,
কেনে লো বসিয়া তুই বিরসবদনে ?
না হেরিয়া শ্যামচাঁদে তোরও কি পরাণ কাঁদে,
তুইও কি দুঃখিনী ?
আহা ! কে না ভালবাসে শ্রীমধুসূদনে
মধু কহে যা কহিলে, সত্য বিনোদিনি ! (৫)

পৃথিবী।

হে বসুধে, জগৎজননি !
দয়াবতী তুমি, সতি, বিদিত ভুবনে !
যবে দশানন অরি,
বিসর্জ্জিলা হুতাশনে জানকী সুন্দরী,
তুমি গো রাখিলা বরাননে।
তুমি, ধনি, দ্বিধা হয়ে, বৈদেহীরে কোলে লয়ে,
জুড়ালে তাহার জ্বালা বাসুকিরমণি ! (১)

হে বসুধে, রাধা বিরহিণী !
তার প্রতি আজি তুমি বাম কি কারণে ?
শ্যামের বিরহানলে, সুভগে, অভাগা জ্বলে,
তারে যে করনা তুমি মনে ?
পুড়িছে অবলা বালা, কে সম্বরে তার জ্বালা,
হায়, একি রীতি তব, হে ঋতুকামিনি ! (২)

শমীর হৃদয়ে অগ্নি জ্বলে—
কিন্তু সে কি বিরহ অনল, বসুন্ধরে ?
তা হলে বন-শোভিনী
জীবন যৌবন তাপে হারাত তাপিনী—

বিরহ দুরূহ দুহে হরে!
পুড়ি আমি অভাগিনী, চেয়ে দেখনা মেদিনি,
পুড়ে যথা বনস্থলী ঘোর দাবানলে! (৩)

আপনি তো জান গো ধরণি,
তুমিও তো ভালবাস ঋতুকুলপতি!
তার শুভ আগমনে
হাসিয়া সাজহ তুমি নানা আভরণে—
কামে পেলে সাজে যথা রতি!
অলকে ঝলকে কত ফুল রত্ন শত শত!
তাহার বিরহ দুঃখ ভেবে দেখ. ধনি! (৪)

লোকে বলে রাধা কলঙ্কিনী!
তুমি তারে ঘৃণা কেনে কর, সীমন্তিনি?
অনন্ত, জলধি নিধি—
এই দুই বরে তোমা দিয়াছেন বিধি,
তবু তুমি মধুবিলাসিনী!
শ্যাম মম প্রাণ স্বামী—শ্যামে হারায়েছি আমি,
আমার দুঃখে কি তুমি হওনা দুঃখিনী? (৫)

হে মহি, এ অবোধ পরাণ
কেমনে করিব স্থির কহ গো আমারে?
বসন্তরাজ বিহনে
কেমনে বাঁচ গো তুমি—কি ভাবিয়া মনে—
শেখাও সে সব রাধিকারে!
মধু কহে, হে সুন্দরি, থাক হে ধৈরয ধরি,
কালে মধু বসুধারে করে মধুদান! (৬)

(প্রতিধ্বনি।)

কে তুমি, শ্যামেরে ডাক রাধা যথা ডাকে—
হাহাকার রবে ?
কে তুমি, কোন্ যুবতী, ডাক এ বিরলে সতি,
অনাথা রাধিকা যথা ডাকে গো মাধবে ?
অভয় হৃদয়ে তুমি কহ আসি মোরে—
কে না বাঁধা এ জগতে শ্যাম-প্রেম-ডোরে ! (১)

কুমুদিনী কায় মনঃ সঁপে শশধরে—
ভুবন মোহন !
চকোরী শশীর পাশে, আসে সদা সুধা আশে,
নিশি হাসি বিহারয়ে লয়ে সে রতন ;
এ সকলে দেখিয়া কি কোপে কুমুদিনী ?
স্বজনী উভয় তার—চকোরী, যামিনী ! (২)

বুঝিলাম এতক্ষণে কে তুমি ডাকিছ—
আকাশ নন্দিনী !
পর্ব্বত গহন বনে, বাস তব বরাননে,
সদা রঙ্গ রসে তুমি রত, হে রঙ্গিণি !
নিরাকারা ভারতি, কে না জানে তোমারে ?
এসেছ কি কাঁদিতে গো লইয়া রাধারে ? (৩)

জানি আমি, হে স্বজনি, ভালবাস তুমি,
মোর শ্যামধনে !
শুনি মুরারির বাঁশী, গাইতে গো তুমি আসি,
শিখিয়া শ্যামের গীত মঞ্জু কুঞ্জ বনে !
রাধা রাধা বলি যবে ডাকিতেন হরি—
রাধা রাধা বলি তুমি ডাকিতে, সুন্দরি ! (৪)

যে ব্রজে শুনিতে আগে সঙ্গীতের ধ্বনি,
আকাশ সম্ভবে,
ভূতলে নন্দনবন, আছিল যে বৃন্দাবন,
সে ব্রজ পূরিছে আজি হাহাকার রবে!
কত যে কাঁদে রাধিকা কি কব, স্বজনি,
চক্রবাকী সে—এ তার বিরহ রজনী! (৫)

এস, সখি, তুমি আমি ডাকি দুই জনে
রাধা বিনোদনে;
যদি এ দাসীর রব, কুরব ভেবে মাধব
না শুনেন, শুনিবেন তোমার বচন!
কত শত বিহঙ্গিনী ডাকে ঋতুবরে—
কোকিলা ডাকিলে তিনি আসেন সত্বরে! (৬)

না উত্তরি মোরে, রামা, যাহা আমি বলি,
তাই তুমি বল?
জানি পরিহাসে রত, রঙ্গিণি, তুমি সতত,
কিন্তু আজি উচিত কি তোমার এ ছল?
মধু কহে, এই রীতি ধরে প্রতিধ্বনি,—
কাঁদ কাঁদে; হাস, হাসে, মাধবরমণি! (৭)

(উষা)

কনক উদয়াচলে তুমি দেখা দিলে,
হে স্বর-সুন্দরি!
কুমুদ মুদয়ে আঁখি, কিন্তু সুখে গায় পাখী,
গুঞ্জরি নিকুঞ্জে ভ্রমে ভ্রমর ভ্রমরী;
বরসরোজিনী ধনী, তুমি হে তার স্বজনী,
নিত্য তার প্রাণনাথে আন সাথে করি! (১)

তুমি দেখাইলে পথ যায় চক্রবাকী
যথা প্রাণপতি!
ব্রজাঙ্গনে দয়া করি, লয়ে চল যথা হরি,
পথ দেখাইয়া তারে দেহ শীঘ্রগতি!
কাঁদিয়া কাঁদিয়া আঁধা, আজি গো শ্যামের রাধা,
ঘুচাও আঁধার তার, হৈমবতি সতি! (২)

হায়, ঊষা, নিশাকালে আশার স্বপনে
ছিলাম ভুলিয়া,
ভেবেছিনু তুমি, ধনি, নাশিবে ব্রজ রজনী,
ব্রজের সরোজরবি ব্রজে প্রকাশিয়া!
ভেবেছিনু কুঞ্জবনে পাইব পরাণ ধনে,
হেরিব কদম্বমূলে রাধা বিনোদিয়া! (৩)

মুকুতা কুণ্ডলে তুমি সাজাও, ললনে,
কুসুম কামিনী,
আন মন্দ সমীরণে বিহারিতে তার সনে
রাধা বিনোদনে কেন আননা, রঙ্গিণি?
রাধার ভূষণ যিনি, কোথায় আজি গো তিনি?
সাজাও আনিয়া তাঁরে রাধা বিরহিণী! (৪)

ভালে তব জ্বলে, দেখি, আভাময় মণি—
বিমল কিরণ;
ফণিনী নিজ কুন্তলে পরে মণি কুতূহলে—
কিন্তু মণি-কুলরাজা ব্রজের রতন!
মধু কহে, ব্রজাঙ্গনে, এই লাগে মোর মনে—
ভূতলে অতুল মণি শ্রীমধুসূদন! (৫)

)

কেনে এত ফুল তুলিলি, স্বজনি—
ভরিয়া ডালা ?
মেঘাবৃত হলে, পরে কি রজনী
তারার মালা ?
আর কি যতনে, কুসুম রতনে
ব্রজের বালা ? (১)

আর কি পরিবে কভু ফুলহার
ব্রজকামিনী ?
কেনে লো হরিলি ভূষণ লতার—
বনশোভিনী ?
অলি বঁধু তার ; কে আছে রাধার—
হতভাগিনী ? (২)

হায় লো দোলাবি, সখি, কার গলে
মালা গাঁথিয়া ?
আর কি নাচে লো তমালের তলে
বনমালিয়া ?
প্রেমের পিঞ্জর ভাঙি পিকবর,—
গেছে উড়িয়া ! (৩)

আর কি বাজে লো মনোহর বাঁশী
নিকুঞ্জ বনে ?
ব্রজ সুধানিধি শোভে কি লো হাসি,
ব্রজগগনে ?
ব্রজ কুমুদিনী, এবে বিলাপিনী
ব্রজ ভবনে ! (৪)

হায় রে যমুনে, কেনে না ডুবিল
তোমার জলে
অদয় অক্রূর, যবে সে আইল
ব্রজমণ্ডলে ?
ক্রুর দূত হেন, বধিলে না কেন
বলে কি ছলে ? (৫)

হরিল অধম মম প্রাণ হরি
ব্রজ রতনে !
ব্রজ বন মধু নিল ব্রজ-অরি,
দলি ব্রজবনে !
মধু ভণে, পাবে, ব্রজাঙ্গনে,
মধুসূদনে ! (৬)

(মলয় মারুত)

শুনেছি মলয় গিরি তোমার আলয়—
মলয় পবন !
বিহঙ্গিনীগণ তথা গাহে বিদ্যাধরী যথা
সঙ্গীত সুধায় পূরে নন্দন কাননে ;
কুসুমকুলকামিনী, কোমলা কমলা জিনি
সেবে তোমা, রতি যথা সেবেন মদনে ! (১)

হায়, কেনে ব্রজে আজি ভ্রমিছ হে তুমি—
মন্দ সমীরণ ?
যাও সরসীর কোলে, দোলাও মৃদু হিল্লোলে
সুপ্রফুল্ল নলিনীরে—প্রেমানন্দ মন !
ব্রজ-প্রভাকর যিনি, ব্রজ আজি ত্যজি তিনি,
বিরাজেন অস্তাচলে—নন্দের নন্দন ! (২)

সৌরভ রতন দানে তুষিবে তোমারে
আদরে নলিনী ;
তব তুল্য উপহার কি আজি আছে রাধার?
নয়ন আসারে, দেব, ভাসে সে দুঃখিনী !
যাও যথা পিকবধূ—বরিষে সঙ্গীত মধু—
এ নিকুঞ্জে কাঁদে আজি রাধা বিরহিণী ! (৩)

তবে যদি, সুভগ, এ অভাগীর দুঃখে
দুঃখী তুমি মনে,
যাও আশু, আশুগতি, যথা ব্রজকুলপতি—
যাও যথা পাবে, দেব, ব্রজের রতনে !
রাধার রোদন ধ্বনি বহ যথা শ্যামমণি—
কহ তাঁরে মরে রাধা শ্যামের বিহনে ! (৪)

যাও চলি, মহাবলি, যথা বনমালী—
রাধিকা-বাসন ;
তুঙ্গ শৃঙ্গ দুষ্টমতি, রোধে যদি তব গতি,
মোর অনুরোধে তারে ভেঙো, প্রভঞ্জন,
তরুরাজ যুদ্ধ আশে, তোমারে যদি সম্ভাষে—
বজ্রাঘাতে যেয়ো তার করিয়া দলন ! (৫)

দেখি তোমা পিরীতের ফাঁদ পাতে যদি
নদী রূপবতী ;
মজো না বিভ্রমে তার, তুমি হে দূত রাধার,
হেরো না, হেরো না দেব কুসুম যুবতী !
কিনিতে তোমার মন, দেবে সে সৌরভ ধন
অবহেলি সে ছলনা, যেয়ো আশুগতি ! (৬)

শিশিরের নীরে ভাবি অশ্রুবারিধারা,
ভুলো না পবন !
কোকিলা শাখা উপরে, ডাকে যদি পঞ্চস্বরে,
মোর কিরে শীঘ্র করে ছেড়ো সে কানন !

স্মরি রাধিকার দুঃখ, হইও সুখে বিমুখ—
মহৎ যে পরদুঃখে দুঃখী সে সুজন! (৭)

উতরিবে যবে যথা রাধিকারমণ,
মোর দূত হয়ে,
কহিও গোকুল কাঁদে হারাইয়া শ্যাম চাঁদে—
রাধার রোদন ধ্বনি দিও তাঁরে লয়ে;
আর কথা আমি নারী শরমে কহিতে নারি,
মধু কহে, ব্রজাঙ্গনে, আমি দিব কয়ে! (৮)

১০

(বংশীধ্বনি)

কে ও বাজাইছে বাঁশী, স্বজনি,
মৃদু মৃদু স্বরে নিকুঞ্জ বনে?
নিবার উহারে; শুনি ও ধ্বনি
দ্বিগুণ আগুন জ্বলে লো মনে!—
এ আগুনে কেনে আহুতি দান?
অমনি নারে কি জ্বালাতে প্রাণ? (১)

বসন্ত অন্তে কি কোকিলা গায়
পল্লব-বসনা শাখা সদনে?
নীরবে নিবিড় নীড়ে সে যায়—
বাঁশী ধ্বনি আজি নিকুঞ্জ বনে?
হায়, ও কি আর গীত গাইছে?
না হেরি শ্যামে ও বাঁশী কাঁদিছে? (২)

শুনিয়াছি, সই, ইন্দ্র রুষিয়া,
গিরিকুল পাখা কাটিলা যবে,
সাগরে অনেক নগ পশিয়া

রহিল ডুবিয়া—জলধিতলে।
সে শৈল সকল শির্ উচ্চ করি
নাশে এবে সিন্ধুগামিনী তরী। (৩)

কে জানে কেমনে প্রেমসাগরে
বিচ্ছেদ পাহাড় পশিল আসি?
কার প্রেমতরী নাশ না করে—
ব্যাধ যেন পাখী পাতিয়া ফাঁশি—
কার প্রেমতরী মগনে না জলে
বিচ্ছেদ পাহাড়—বলে কি ছলে! (৪)

হায় লো সখি, কি হবে স্মরিলে
গত সুখ? তারে পাব কি আর?
বাসি ফুলে কি সৌরভ মিলে?
ভুলিলে ভাল যা—স্মরণ তার?
মধুরাজে ভেবে নিদাঘ জ্বালা,
মধু কহে, সহ, ব্রজের বালা! (৫)

১১

(গোধূলি।)

কোথারে রাখাল চূড়ামণি?
গোকুলের গাভীকুল, দেখ, সখি, শোকাকুল,
না শুনে সে মুরলীর ধ্বনি!
ধীরে ধীরে গোষ্ঠে সবে পশিছে নীরব,—
আইল গোধূলি, কোথা রহিল মাধব! (১)

আইল লো তিমির যামিনী;
তরু ডালে চক্রবাকী বসিয়া কাঁদে একাকী—
কাঁদে যথা রাধা বিরহিণী!

কিন্তু নিশা অবসানে হাসিবে সুন্দরী ;
আর কি পোহাবে কভু মোর বিভাবরী ? (২)

ওই দেখ উদিছে গগনে—
জগত-জন-রঞ্জন—সুধাংশু রজনীধন,
প্রমদা কুমুদী হাসে প্রফুল্লিত মনে ;
কলঙ্কী শশাঙ্ক, সখি, তোষে লো নয়ন—
ব্রজ নিষ্কলঙ্ক শশী চুরি করে মন। (৩)

হে শিশির, নিশার আসার !
তিতিও না ফুলদলে ব্রজে আজি তব জলে,
বৃথা ব্যয় উচিত গো হয় না তোমার ;
রাধার নয়ন-বারি ঝরি অবিরল
ভিজাইবে আজি ব্রজে—যত ফুল দল ! (৪)

চন্দনে চর্চ্চিয়া কলেবর,
পরি নানা ফুল সাজ, লাজের মাথায় বাজ ;
সজায় কামিনী এবে রসিক নাগর ;
তুমি বিনা, হে বিরহ, বিকট মূরতি,
কারে আজি ব্রজাঙ্গনা দিবে প্রেমারতি ? (৫)

হে মন্দ মলয় সমীরণ,
সৌরভ ব্যাপারী তুমি, ত্যজ আজি ব্রজ ভূমি—
অগ্নি যথা জ্বলে তথা কি করে চন্দন ?
যাও হে, মোদিত কুবলয় পরিমলে,
জুড়াও সুরতক্লান্ত সীমন্তিনী দলে ! (৬)

যাও চলি, বায়ু কুলপতি,
কোকিলার পঞ্চস্বর বহ তুমি নিরন্তর—
ব্রজে আজি কাঁদে যত ব্রজের যুবতী !
মধু ভণে, ব্রজাঙ্গনে, করোনা রোদন,
পাবে বঁধু—অঙ্গীকারে শ্রীমধুসূদন ! (৭)

১২

(গোবর্দ্ধন গিরি।)

নমি আমি, শৈলরাজ, তোমার চরণে—
রাধা এ দাসীর নাম—গোকুল গোপিনী;
কেনে যে এসেছি আমি তোমার সদনে—
শরমে মরম কথা কহিব কেমনে,
আমি, দেব, কুলের কামিনী!
কিন্তু দিবা অবসানে, হেরি তারে কে না জানে,
নলিনী মলিনী ধনী কাহার বিহনে—
কাহার বিরহানল তাপে তাপিত সে সরঃ
সুশোভিনী? (১)

হে গিরি, যে বংশীধর ব্রজ-দিবাকর,
ত্যজি আজি ব্রজধাম গিয়াছেন তিনি;
নলিনী নহে গো দাসী রূপে, শৈলেশ্বর,
তবুও নলিনী যথা ভজে প্রভাকর,
ভজে শ্যামে রাধা অভাগিনী!
হারায়ে এ হেন ধনে, অধীর হইয়া মনে,
এসেছি তব চরণে কাঁদিতে, ভূধর,
কোথা মম শ্যাম গুণমণি? মণিহারা
আমি গো ফণিনী! (২)

রাজা তুমি; বনরাজী ব্রততী ভূষিত,
শোভে কিরীটের রূপে তব শিরোপরে;
কুসুম রতনে তব বসন খচিত;
সুমন্দ প্রবাহ—যেন রজতে রঞ্জিত—
তোমার উত্তরী রূপ ধরে;
করে তব তরুবলী, রাজদণ্ড, মহাবলি,
দেহ তব ফুলরজে সদা ধূষরিত;—

অসীম মহিমাধর তুমি, কে না তোঃ পূজে
চরাচরে ? (৩)

বরাঙ্গনা কুরাঙ্গণ তোমার কিঙ্করী ;
বিহঙ্গিনী দল তব মধুর গায়না,
যত বননারী তোমা সেবে, হে শিখরি,
সতত তোমাতে রত বসুধা সুন্দরী—
তব প্রেমে বাঁধা গো মেদিনী !
দিবা ভাগে দিবাকর তব, দেব, ছত্রধর ;
নিশাভাগে দাসী তব সুতারা শর্ব্বরী !
তোমার আশ্রয় চায় আজি রাধা, শ্যাম
প্রেম ভিখারিণী ! (৪)

যবে দেবকুলপতি রুষি, মহীধর,
বরষিলা ব্রজধামে প্রলয়ের বারি,—
যবে শত শত ভীম মূর্ত্তি মেঘবর
গরজি গ্রাসিল আসি দেব দিবাকর,
বারণে যেমনি বারণারি,—
ছত্র সম তোমা ধরি রাখিলা যে ব্রজে হরি,
সে ব্রজ কি ভুলিলা গো আজি ব্রজেশ্বর ?
রাধার নয়ন জলে এবে ডোবে ব্রজ ! কোথা
বংশীধারী ? (৫)

হে ধীর, শরম হীন ভেবো না রাধারে—
অসহ যাতনা দেব, সহিব কেমনে ?
ডুবি আমি কুলবালা অকুল পাথারে,
কি করে নীরবে রবো শিখাও আমারে—
এ মিনতি তোমার চরণে।
কুলবতী যে রমণী, লজ্জা তার শিরোমণি
কিন্তু এবে এ মনঃ কি বুঝিতে তা পারে

মধু কহে লাজে হানি বাজ, ভজ, বামা,
শ্রীমধুসূদনে ! (৬)

১৩

(সারিকা ।)

ওই যে পাখীটী, সখি, দেখিছ পিঞ্জরে রে,
সতত চঞ্চল,—
কভু কাঁদে, কভু গায়, যেন পাগলিনী প্রায়,
জলে যথা জ্যোতি বিম্ব—তেমতি তরল !
কি ভাবে ভাবিনী যদি বুঝিতে, স্বজনি,
পিঞ্জর ভাঙিয়া ওরে ছাড়িতে অমনি ! (১)

নিজে যে দুঃখিনী, পরোদুঃখ বুঝে সেই রে,
কহিনু তোমারে ;—
আজি ও পাখীর মনঃ বুঝি আমি বিলক্ষণ—
আমিও বন্দী লো আজি ব্রজ-কারাগারে !
সারিকা অধীর ভাবি কুসুম কাননে,
রাধিকা অধীর ভাবি রাধা বিনোদনে ! (২)

বনবিহারিণী ধনী বসন্তের সখী রে—
শুকের সুখিনী !
বলে ছলে ধরে তারে, বাঁধিয়াছ কারাগারে—
কেমনে ধৈরজ ধরি রবে সে কামিনী ?
সারিকার দশা, সখি, ভাবিয়া অন্তরে,
রাধিকারে বেঁধোনা লো সংসার-পিঞ্জরে ! (৩)

ছাড়ি দেহ বিহগীরে মোর অনুরোধে রে—
হইয়া সদয় ।
ছাড়ি দেহ যাক্ চলি হাসে যথা বনস্থলী—
শুকে দেখি সুখে ওর জুড়াবে হৃদয় !

সারিকার ব্যথা সারি, ওলো দয়াবতি,
রাধিকার বেড়ি ভাঙ—এ মম মিনতি। (৪)

এছার সংসার আজি আঁধার, স্বজনি রে—
রাধার নয়নে!
কেনে তবে মিছে তারে রাখ তুমি এ আঁধারে-
সফরী কি ধরে প্রাণ বারির বিহনে?
দেহ ছাড়ি, যাই চলি যথা বনমালী;
লাগুক্ কুলের মুখে কলঙ্কের কালী! (৫)

ভাল যে বাসে, স্বজনি, কি কাজ তাহার রে
কুল মান ধনে?
শ্যামপ্রেমে উদাসিনী রাধিকা শ্যাম-অধীনী—
কি কাজ তাহার আজি রত্ন আভরণে?
মধু কহে কুলে ভুলি কর লো গমন—
শ্রীমধুসূদন, ধনি, রসের সদন! (৬)

১৪

(কৃষ্ণচূড়া।)

এই যে কুসুম শিরোপরে, পরেছি যতনে,
মম শ্যাম-চূড়া-রূপ ধরে এফুল রতনে!
বসুধা নিজ কুন্তলে পরেছিল কুতূহলে
এ উজ্জ্বল মণি,
রাগে তারে গালি দিয়া, লয়েছি আমি কাড়িয়া-
মোর কৃষ্ণ-চূড়া কেনে পরিবে ধরণী? (১)

এই যে কম মুকুতাফল, এ ফুলের দলে—
লো সখি, এ মোর আঁখিজল, শিশিরের ছলে
লয়ে কৃষ্ণচূড়ামণি, কাঁদিনু আমি, স্বজনি,
বসি একাকিনী,

ভিতিনু নয়ন জলে, সেই জল এই দলে
গলে পড়ে শোভিতেছে, দেখ্ লো কামিনি! (২)

পাইয়া কুসুম রতন—শোন্ লো যুবতি,
প্রাণহরি করিনু স্মরণ—স্বপনে যেমতি!
দেখিনু রূপের রাশি, মধুর অধরে বাঁশী,
কদমের তলে,
পীত ধড়া স্বর্ণ রেখা, নিকষে যেন লো লেখা,
কুঞ্জ শোভা বরগুঞ্জমালা দোলে গলে? (৩)

মাধবের রূপের মাধুরি, অতুল ভুবনে—
কার মনঃ নাহি করে চুরি, কহ, লো, ললনে?
যে ধন রাধায় দিয়া, রাধার মনঃ কিনিয়া
লয়েছিলা হরি,
সে ধন কি শ্যামরায়, কেড়ে নিলা পুনরায়?
মধু কহে তাও কভু হয় কি, সুন্দরি? (৪)

১৫

(নিকুঞ্জবনে।)

যমুনা পুলিনে আমি ভ্রমি একাকিনী,
হে নিকুঞ্জবন,
না পাইয়া ব্রজেশ্বরে, আইনু হেথা সত্বরে,
হে সখে, দেখাও মোরে ব্রজের রঞ্জন!
সুধাংশু সুধার হেতু, বাঁধিয়া আশার সেতু,
কুমুদীর মনঃ যথা উঠে গো গগনে,
হেরিতে মুরলীধর—রূপে যিনি শশধর—
আসিয়াছি আমি দাসী তোমার সদনে—
তুমি হে অম্বর, কুঞ্জবর, তব চাঁদ নন্দের নন্দন! (১)

তুমি জান কত ভালবাসি শ্যামধনে
আমি অভাগিনী ;
তুমি জান, সুভাজন, হে কুঞ্জকুল রাজন,
এ দাসীরে কত ভালবাসিতেন তিনি !
তোমার কুসুমালয়ে, যবে গো অতিথি হয়ে,
বাজায়ে বাঁশরী ব্রজ মোহিত মোহন,
তুমি জান কোন ধনী শুনি সে মধুর ধ্বনি,
অমনি আসি সেবিত ও রাঙা চরণ,
যথা শুনি জলদ নিনাদ ধায় রড়ে প্রমদা শিখিনী। (২)

সে কালে—জ্বলে রে মনঃ স্মরিলে সে কথা,
মঞ্জু কুঞ্জবন,—
ছায়া তব সহচরী সোহাগে বসাতো ধরি
মাধবে অধিনী সহ পাতি ফুলাসন ;
মুঞ্জরিত তরুবলী, গুঞ্জরিত যত অলি,
কুসুম-কামিনী তুলি ঘোমটা অমনি,
মলয়ে সৌরভধন বিতরিত অনুক্ষণ,
দাতা যথা রাজেন্দ্রনন্দিনী—গন্ধামোদে
মোদিয়া কানন ! (৩)

পঞ্চস্বরে কত যে গাইত পিকবর
মদন কীর্ত্তন,—
হেরি মম শ্যাম-ধন ভাবি তারে নবঘন,
কত যে নাচিত সুখে শিখিনী, কানন,—
ভুলিতে কি পারি তাহা, দেখেছি শুনেছি যাহা
রয়েছে সে সব লেখা রাধিকার মনে।
নলিনী ভুলিবে যবে রবি দেবে, রাধা তবে
ভুলিবে, হে মঞ্জু কুঞ্জ, ব্রজের, রঞ্জনে।
হায়রে, কে জানে যদি ভুলি যবে আসি
গ্রাসিবে শমন। (৪)

কহ, সখে, জান যদি কোথা গুণমণি—
রাধিকা রমণ?
কাম বঁধু যথা মধু তুমি হে শ্যামের বঁধু,
একাকী আজি গো তুমি কিসের কারণ,—
হে বসন্ত, কোথা আজি তোমার মদন?
তব পদে বিলাপিনী কাঁদি আমি অভাগিনী,
কোথা মম শ্যামমণি—কহ কুঞ্জবর!
তোমার হৃদয়ে দয়া, পদ্মে যথা পদ্মালয়া,
বধো না রাধার প্রাণ না দিয়ে উত্তর!
মধু কহে শুন ব্রজাঙ্গনে, মধুপুরে শ্রীমধুসূদন! (৫)

১৬

(সখী)

কি কহিলি কহ, সই, শুনিলো আবার—মধুর
বচন!
সহসা হইনু কালা; জুড়া এ প্রাণের জ্বালা,
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন?
হ্যাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারমণ? (১)

কহ, সখি, ফুটিবে কি এ মরুভূমিতে কুসুম
কানন?
জলহীনা স্রোতস্বতী, হবে কি লো জলবতী,
পয়ঃ সহ পয়োদে কি বহিবে পবন?
হ্যাদে তোর পায়ে ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারমণ? (২)

হায় লো সয়েছি কত, শ্যামের বিহনে—কতই
যাতনা।
যে জন অন্তরযামী সেই জানে আর আমি,
কত যে কেঁদেছি তার কে করে বর্ণন?
হ্যাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকামোহন। (৩)

কোথা রে গোকুলইন্দু, বৃন্দাবন-সর—কুমুদ-
বাসন!
বিষাদ নিশ্বাস বায়, ব্রজ, নাথ, উড়ে যায়
কে রাখিবে, তব রাজ, ব্রজের রাজন!
হ্যাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকাভূষণ! (৪)

শিখিনী ধরি, স্বজনি, গ্রাসে মহাফণী—বিষের
সদন!
বিরহ বিষের তাপে শিখিনী আপনি কাঁপে,
কুলবালা এ জ্বালায় ধরে কি জীবন!
হ্যাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারতন! (৫)

এই দেখ্ ফুলমালা গাঁথিয়াছি আমি—চিকণ
গাঁথন!
দোলাইব শ্যামগলে, বাঁধিব বঁধুরে ছলে—
প্রেম-ফুল-ডোরে তাঁরে করিব বন্ধন!
হ্যাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধাবিনোদন। (৬)

কি কহিলি কহ, সই, শুনি লো আবার—মধুর
বচন।
সহসা হইনু কালা, জুড়া এ প্রাণের জ্বালা,
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন!

মধু—যার মধুধ্বনি—কহে কেন কাঁদ, ধনি,
ভুলিতে কি পারে তোমা শ্রীমধুসূদন? (৭)

১৭

(বসন্তে)

ফুটিল বকুলফুল কেন লো গোকুলে আজি,
কহ তা, স্বজনি?
আইলা কি ঋতুরাজ? ধরিলা কি ফুলসাজ,
বিলাসে ধরণী?
মুছিয়া নয়ন জল, চল লো সকলে চল,
শুনিব তমাল তলে বেণুর সুরব;—
আইল বসন্ত যদি, আসিবে মাধব! (১)

যে কালে ফুটে লো ফুল, কোকিল কুহরে, সই
কুসুমকাননে,
মুঞ্জরয়ে তরুবলী, গুঞ্জরয়ে সুখে অলি,
প্রেমানন্দ মনে,
সে কালে কি বিনোদিয়া, প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়া,
ভুলিতে পারেন, সখি, গোকুলভবন?
চল লো নিকুঞ্জবনে পাইব সে ধন! (২)

স্বন, স্বন, স্বনে, শুন, বহিছে পবন, সই,
গহন কাননে,
হেরি শ্যামে পাই প্রীত, গাইছে মঙ্গলগীত,
বিহঙ্গমগণে।
কুবলয় পরিমল, নহে এ; স্বজনি, চল,—
ও সুগন্ধ দেহগন্ধ বহিছে পবন!
হায় লো, শ্যামের বপুঃ সৌরভসদন! (৩)

উচ্চ বীচি রবে, শুন ডাকিছে যমুনা ওই
রাধায়, স্বজনি ;
কল কল কল কলে, সুতরঙ্গ দল চলে
যথা গুণমণি।
সুধাকর কররাশি, সম লো শ্যামের হাসি,
শোভিছে তরল জলে ; চল, ত্বরা করি—
ভুলিগে বিরহ জ্বালা হেরি প্রাণহরি ! (৪)

ভ্রমর গুঞ্জরে যথা ; গায় পিকবর, সই,
সুমধুর বোলে ;
মরমরে পাতাদল ; মৃদুরবে বহে জল
মলয় হিল্লোলে ;—
কুসুম-যুবতী হাসে, মোদি দশ দিশ বাসে,—
কি সুখ লভিব, সখি, দেখ ভাবি মনে,
পাই যদি হেন স্থলে গোকুলরতনে ? (৫)

কেন এ বিলম্ব আজি, কহ ওলো সহচরি,
করি এ মিনতি ?
কেন অধোমুখে কাঁদ, আবরি বদনচাঁদ,
কহ, রূপবতি ?
সদা মোর সুখে সুখী, তুমি ওলো বিধুমুখি,
আজি লো এ রীতি তব কিসের কারণে ?
কে বিলম্বে হেন কালে ? চল কুঞ্জবনে ! (৬)

কাঁদিব লো সহচরি, ধরি সে কমলপদ,
চল, ত্বরা করি,
দেখিব কি মিষ্ট হাসে, শুনিব কি মিষ্ট ভাষে,
তোষেন শ্রীহরি।
দুঃখিনী দাসীরে ; চল, হইনু লো হতবল,
ধীরে ধীরে ধরি মোরে, চল লো স্বজনি ;—
সুখে মধুশূন্য কুঞ্জে কি কাজ, রমণি ? (৭)

১৮

(বসন্তে)

সখিরে,—

বন অতি রমিত হইল ফুল ফুটনে !
পিককুল কলকল, চঞ্চল অলিদল,
উছলে সুরবে জল, চল লো বনে !
চল লো, জুড়াব আঁখি দেখি ব্রজরমণে ! (১)

সখিরে,—

উদয় অচলে উষা, দেখ, আসি হাসিছে !
এ বিরহ বিভাবরী কাটানু ধৈরজ ধরি,
এবে লো রব কি করি ? প্রাণ কাঁদিছে !
চল লো নিকুঞ্জে যথা কুঞ্জমণি নাচিছে ! (২)

সখিরে—

পূজে ঋতুরাজে আজি ফুলজালে ধরণী !
ধূপরূপে পরিমল, আমোদিছে বনস্থল,
বিহঙ্গমকুলকল, মঙ্গল ধ্বনি !
চল লো, নিকুঞ্জে পূজি শ্যামরাজে, স্বজনি ! (৩)

সখিরে,—

পাদ্য রূপে অশ্রুধারা দিয়া গোর চরণে !
দুই কর কোকনদে, পূজিব রাজীব পদে ;
শ্বাসে ধূপ, লো প্রমদে, ভাবিয়া মনে !
কঙ্কণ কিঙ্কিণী ধ্বনি বাজিবে লো সঘনে ! (৪)

সখিরে,—

এ যৌবন ধন, দিব উপহার রমণে !
ভালে যে সিন্দুর বিন্দু, হইবে চন্দনবিন্দু ;—
দেখিব লো দশ ইন্দু সুনখগণে !
চিরপ্রেম বর মাগি লব, ওলো ললনে ! (৫)

সখিরে,—
বন অতি রমিত হইল ফুল ফুটনে!
পিককুল কলকল, চঞ্চল অলিদল,
উছলে সুরবে জল, চল লো বনে!
চল লো জুড়াব আঁখি দেখি—মধুসূদনে! (৬)

ইতি শ্রীব্রজাঙ্গনা কাব্যে বিরহো নাম
প্রথমঃ সর্গঃ।

Bancy Madhub Dey & Co. 285, *Upper Chitpore Road. Calcutta.*